চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে–স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 115 Monday, 25 March, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা ✱ ১১ চৈত্র, ১৪৩০, সোমবার, ২৫ মার্চ, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

টাকীতে, টাকী এরিয়ান ক্লাব আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বিজয়ী হল টাকী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়। বারো তারিখ এই টুর্নামেন্টের সূচনা হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

অপারেশন 'প্রাপ্তি'র ফসল হিসেবে এবার কীর্ণাহার থানা এলাকায় খোয়া যাওয়া চারটি স্মার্ট ফোন উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হল ফোনের মালিকের হাতে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ভোটের আবহে এবার চাকদহে বিজেপির প্রার্থীর গাড়ি আটকানোর অভিযোগ উঠল। যদিও তা মানতে নারাজ শাসকশিবির। ...বিস্তারিত পাতা ৭

ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। ...বিস্তারিত পাতা ৮

দোল উৎসব

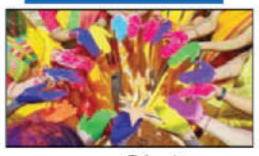

আজ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়িকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দোল উপলক্ষে আজ দুরন্ত বার্তা'র সকল দফতর বন্ধ থাকার ফলে আগামী কাল মঙ্গলবার দুরন্ত বার্তা'র কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। বুধবার থেকে পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

-সম্পাদক
(দুরন্ত বার্তা)

'তৃণমূল কংগ্রেস ৩০ থেকে ৩৫ আসন পাবে', ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চঃ জনতার দরবারে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ব্রিগেড সমাবেশের সেই ভি। যাঁরা পরখ করেছেন তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি দেখে নিয়েছেন। আর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসকে নিয়েই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। ইডি-সিবিআই লাগিয়েও মানুষের জনসমর্থন যে কমানো যায়নি তা প্রচার-পর্বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যদিও প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এখনও সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা দিতে পারেনি। সিপিএম-কংগ্রেস একটু একটু করে দিচ্ছে। যা অসম্পূর্ণ। এই আবহে এবার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ লোকসভা আসন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। যা এখন রাজ্য-রাজনীতিতে চর্চিত হচ্ছে। এদিকে আজ, রবিবাসরীয় দুপুরে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লোকসভা আসন প্রাপ্তি নিয়ে পোস্ট করেছেন কুণাল ঘোষ। সেখানে ওই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা লিখেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে এবার বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস ৩০ থেকে ৩৫ আসন পাবে, সংখ্যা বাড়তে পারে। ভোট শতাংশে গড়ে ৫৮ থেকে ৬২ শতাংশ ভোট তৃণমূলের। বিজেপির ভোট কমবেশি ৩০ থেকে ৩২ শতাংশ। আসন পাঁচ থেকে ১১-র মধ্যে। বাম এবং কংগ্রেসের আসন ০। ২৪.০৩.২৪-এর পরিস্থিতি অনুযায়ী।' অর্থাৎ আজকের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সংখ্যা দেখতে পাচ্ছেন কুণাল। অন্যদিকে সম্প্রতি এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকারে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসন সংখ্যা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। সেখানে ডায়মন্ডহারবারের প্রার্থী বলেছেন, ''এই বিষয়টি মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক। আমি কোনও জ্যোতিষী নই যে ২০০ আসনের কথা বলে ৭৭ আসনে আটকে যাব। তাই মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া যাক। তবে আমার দাবি, ২০১৯ সালের নিরিখে এবার নির্বাচনে আসন এবং ভোটের হার বাড়বে তৃণমূল কংগ্রেসের।'' তারপর কুণালের এই দাবি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এবারের প্রার্থী তালিকায় নবীন প্রজন্মের নেতা-নেত্রীদের প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার সঙ্গে চমকও রয়েছে। সেখানে এখনও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি বিজেপি। এই নিয়ে কটাক্ষও করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই ১৯ জনের প্রার্থীর নাম জানানো হয়েছে বিজেপির তরফে। বাকি রয়েছে ২৩ জনের নাম। আর তা প্রকাশ পেলেই সরগরম হয়ে উঠবে ভোট যুদ্ধ। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি ১৮টি আসন পায়। পরে অবশ্য দু'জন ফিরে আসে তৃণমূল কংগ্রেসে। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে জোর ধাক্কা খায় বিজেপি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কুণাল ঘোষের ভবিষ্যদ্বাণী মেলে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

স্বামীকে স্ত্রীর চেয়েও উচ্চ আসনে বসিয়ে রাখা অনুচিত, সংসারে উভয়ই সমান হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চঃ সংসারে স্বামী-স্ত্রীর আসন সমান। কেউ কারও চেয়ে উচ্চ আসনে বসার অধিকারী নয়। দাম্পত্য কলহ সংক্রান্ত মামলায় এমনই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। হাইকোর্ট স্বামীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেন না। উল্টে তাঁকে মানসিক নির্যাতন করা হয়। এই অভিযোগ এনে আদালতের দ্বারস্থ হন স্ত্রী। পাল্টা স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন স্বামী। তিনি স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারীরিক হেনস্থা ও নির্যাতনের অভিযোগ আনেন। আদালতে যুবক দাবি করেন, শুধু তাঁকেই নয়, তাঁর মাকেও শারীরিক নির্যাতন করত স্ত্রী। তাঁর স্ত্রী আদালতে মিথ্যা মামলাও করেছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে ওই যুবক। বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে সব পক্ষের বক্তব্য শোনেন বিচারপতি। বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, ''সংসারে স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর উচ্চাসন প্রাপ্য নয়। সবাই সমান। সুখী দাম্পত্য গঠনের অনুকূল পরিবেশ গঠনে উভয়ের ভূমিকা সমান। স্ত্রী সংসারের মেজাজ ধরে রাখেন, স্বামী সেই অনুযায়ী একের পর এর দৃশ্য তৈরি করে সংসার চালান। এঁদের কেউ অবহেলার পাত্র নন।'' আদালত আরও বলে, ''সমাজের রীতি ছিল স্বামীকে স্ত্রীর চেয়ে উচ্চ আসনে বসিয়ে রাখা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বিলোপ পেয়েছে। ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুজন মানুষের সমান দায়িত্ব দাম্পত্য সুখ বজায় রাখা। এটি কখনও এক মুখী হতে পারে না।'' আদালত মনে করে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রোজকার জীবনে ঝগড়া হতে পারে। তবে সেই ছোটখাট বিষয় মিটিয়ে নেওয়া দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিচারপতি বলেন, ''লিঙ্গসাম্য সংবিধান স্বীকৃত। তাই স্বামীকে উচ্চ আসনে বসিয়ে রাখা যাবে না।'' দাম্পত্য পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন স্ত্রী। সেই আবেদন গৃহীত হয়েছে। স্বামীর আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

ভোল বদলাচ্ছে বাংলার আকাশ, বৃষ্টিভেজা দোল দেখতে পারে বাংলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চঃ দোলে অশনি সংকেত আবহাওয়া দফতরের। ভিজতে পারে বাংলা। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয় বৃষ্টির দেখা মিলতে পারে উত্তরবঙ্গেও। উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। রবিবার দিনভর মেঘের দেখা মিললেও সোমবার সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা মেঘে ঢাকা পড়তে পারে। দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। শুধু সোমবার নয়, দুর্যোগের আবহাওয়া থাকছে মঙ্গলবারও। মঙ্গলবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির দেখা মিলতে পারে বুধবারও। হাওয়া অফিস বলছে, আগামী দুই থেকে তিনদিন সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৪৫ থেকে ৯১ শতাংশের আশপাশে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গও।

আবগারি কেলেঙ্কারিতে জেল খাটা ব্যবসায়ী বিজেপিতে ৪০ কোটির বন্ড দিয়েছেন!

বলছে কমিশনের তথ্য

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চঃ আবগারি কেলেঙ্কারির অভিযোগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করেছে ইডি। এবার বিজেপির বিরুদ্ধেই আবগারি কেলেঙ্কারিতে জেল খাটা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার গুরুতর তথ্য সামনে এল। সংবাদ সংস্থা সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, শরদ চন্দ্র রেড্ডির কোম্পানি অরবিন্দ ফার্মা বিজেপির নির্বাচনী তহবিলে দু'দফায় প্রায় ৪০ কোটি টাকা দিয়েছে। কে এই শরদ চন্দ্র রেড্ডি? অরবিন্দ ফার্মা নামে একটি কোম্পানির মালিক তিনি। অরবিন্দ ফার্মা দেশের শীর্ষস্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্মগুলির মধ্যে একটি। ২০২৩ সালে এর আয় ২৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। দিল্লির আবগারি নীতি তৈরির সময় তিনি বিজেপিকে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার বেশি অর্থ ইলেকট্রোরাল বন্ড মারফ দিয়েছিলেন। ২০২২ সালে আবগারি মামলায় ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস জেল খাটা ওই ব্যবসায়ী গত নভেম্বরে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আরও ৫২ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই ৫২ কোটির মধ্যে ৬৬ শতাংশ তিনি বিজেপিকে দিয়েছিলেন। ২৯ শতাংশ দিয়েছিলেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি তথা বিআরএস এবং অবশিষ্ট অংশ তেলেগু দেশম পার্টিকে নগদে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, শনিবারই এ ব্যাপারে আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী নথিপত্র তুলে ধরে অভিযোগ করেছেন, যে আবগারি কেলেঙ্কারির অভিযোগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে, সেই কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত জেল খাটা এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি নিয়েছে বিজেপি। অতশীর অভিযোগ, ''কেজরিওয়ালের নাম বললে জামিন দেওয়া হবে-এই শর্তে ওই ব্যবসায়ীকে জামিন দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে হাতিয়ার করে মিথ্যে কেসে কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা যে সঠিক কথায় বলছি, সেটা কমিশনের প্রকাশিত তথ্যও প্রমাণিত হয়ে গেল। ওই জেল খাটা ব্যবসায়ী সবেচেয়ে বেশি অনুদান দিয়েছেন বিজেপিকেই।'' সাংবাদিক বৈঠকে অতিশি বলেন, ''দিল্লির তথাকথিত আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত দু'বছর ধরে সিবিআই এবং ইডির তদন্ত চলছে। এই দু'বছর একটা প্রশ্ন উঠে এসেছে, সেটা হল যে টাকার লেনদেনটা কোথায় হয়েছে? টাকা কোথায় গিয়েছে? আপের কোনও নেতা, কোনও মন্ত্রী বা কোনও কর্মীর থেকে টাকা মেলেনি।'' তিনি আরও বলেন, ''(আগে) শরদচন্দ্র রেড্ডি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয়নি। আপের সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই তাঁর। কয়েক মাস ধরে জেলে থাকার পরে উনি নিজের বয়ান পালটে ফেললেন। কিন্তু টাকা কোথায়? অর্থ লেনদেনের প্রমাণ কোথায়?'' উল্লেখ্য, গত নভেম্বরে দিল্লি আবগারি মামলায় শরদকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে যে দিল্লি আবগারি নীতির অধীনে ন'টি খুচরো ব্যবসার জোন পাওয়ার জন্য আপ নেতাদের টাকা দিয়েছিলেন শরদ। যিনি ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদদের 'সাউথ গ্রুপ'-র অংশ ছিলেন বলে দাবি করেছে ইডি। যে 'সাউথ গ্রুপ'-র বিষয়টি শুক্রবার দিল্লির রাউস কোর্ট অ্যাভিনিউ কোর্টে কেজরিওয়ালের মামলার শুনানিতেও তুলে ধরেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। আর 'সাউথ গ্রুপ'-র ' রাজসাক্ষী হওয়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত।

'শাহজাহান মার্কেট' থেকে ব্যবসায়ীকে তুলল ইডি!

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২৪ মার্চঃ সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় অ্যাকশন মোডে সিবিআই। আজ রবিবার সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় একটি বাজারে অভিযান চালান সিবিআই আধিকারিকরা। সেখানে একটি মুদিখানার মালিককে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁকে আটক করেছে গাড়িতে তুলে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, এদিন 'শেখ শাহজাহান মার্কেটে' ঘুরে বেশ কয়েকজন দোকানদারের সঙ্গে কথা বলেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। ওই মুদিখানা দোকানটি অবস্থিত শাহজাহান মার্কেট থেকে কিছুটা দূরে। সেখানে দোকান মালিকের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁকে আটক করে সিবিআই। ওই মুদিখানার দোকানের মালিকের নাম শাহবুদ্দিন মোল্লা। মূলত গত ৫ জানুয়ারির ঘটনা সম্পর্কে সিবিআই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল গত ৫ জানুয়ারি। ওইদিন রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তের জন্য শেখ শাহজাহানের বাড়িতে আনা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও ছিলেন। সেখানে শাহজাহানের সমর্থকরা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। সেই ঘটনায় জখম হয়েছিলেন ইডির তিনজন আধিকারিক। পরে তাঁদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এমনকী ল্যাপটপ, মোবাইল এবং নগদ টাকাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল অভিযোগ। তারপরেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন শেখ শাহজাহান। সেই ঘটনার জেরে রীতিমতো কলকাতা হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিল পুলিশ। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তভার নেয় সিবিআই। সূত্রের খবর, সেই ঘটনায় তদন্তের জন্য এদিন সন্দেশখালিতে হানা দেয় সিবিআই। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সিবিআই সূত্রের খবর, গত ৫ জানুয়ারি কী ঘটেছিল, ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তরা কোথা থেকে এসেছিলেন? সিবিআই আধিকারিকরা সেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেন। এর পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, গত ৫ জানুয়ারি যে সিআরপিএফ জওয়ানরা ইডির আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদেরও এদিন সরবেড়িয়ায় নিয়ে যায় সিবিআই। তাঁদের কাছ থেকেও ঘটনার দিনের তথ্য জানার চেষ্টা করছে সিবিআই।

নজিরবিহীন!

গ্রেফতারি নথিতে কেজরিওয়ালকে ডিরেক্টর, আপকে কোম্পানি বলে উল্লেখ করেছে ইডি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চঃ ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। অন্যদিকে, ১৯৫৬ সালে কোম্পানিজ অ্যাক্টে বলা আছে কোন কোন শর্ত পূরণ করলে একটি সংস্থাকে কোম্পানি বলা হবে। কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার সংক্রান্ত নথিপত্রে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বেআইনিভাবে অর্থ লেনদেন বা পিএলএমএ আইনে আপকে একটি কোম্পানি হিসাবে উল্লেখ করেছে। সেই সঙ্গে কোম্পানির ডিরেক্টর হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, যা নজিরবিহীন। অতীতে কখনও কোনও দলকে কোম্পানি তকমা দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, কেজরিয়াল সম্পর্কে ইডি আটঘাঁট বেঁধে নেমেছে, তাদের এই সিদ্ধান্তেই স্পষ্ট। যা সব দলের কাছেই এক সতর্কবার্তা। ইডি তাদের পিএলএমকে আইনের ৭০ নম্বর ধারায় ব্যাখ্যা দিয়েছে, আপের আর্থিক বিষয়টি পুরোদস্তুর একটি কর্পোরেট কোম্পানির আদলে চলত। যেখানে কেজরিওয়ালই ছিলেন শেষ কথা। টাকার উৎস এবং খরচ, দুই ব্যাপারেই তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। অর্থাৎ ইডির দাবি, মদ ব্যবসায়ীদের ঘুষের টাকা নানা হাত ঘুরে আপের তহবিলে জমা পড়ার খবর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমোর অজানা ছিল না। ইডি এই ব্যাপারে আপের কোষাধ্যক্ষ তথা দলের রাজ্যসভার সাংসদ এনডি গুপ্তার বয়ানকে হাতিয়ার করেছে। হালে কেজরিওয়াল তাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যসভার সদস্য করেছেন। ইডির দাবি, গুপ্তা তাঁদের বলেছেন, আপের তহবিল সম্পর্কে শেষ কথা কেজরিওয়ালই ছিলেন। আয়ের উৎস এবং খরচখরচার কথা তাঁকে নিয়মিত জানানো হত। মোটা অঙ্ক জমা পড়া কিংবা খরচ, কোনটাই তাঁর অগোচরে হত না।

ভোটের আগে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত ক্যানিং, গুরুতর জখম দু'পক্ষের ৭

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৪ মার্চঃ ভোটের আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল ক্যানিং। তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন দু পক্ষের প্রায় সাতজন। যাদের মধ্যে তৃণমূলের তিনজন এবং চার বিজেপি কর্মী বলে দুই দলের তরফে দাবি করা হয়েছে। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত জীবনতলা থানার মটরদিঘী গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে তৃণমূল-বিজেপি একে অপরের সঙ্গে গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি এবং দলের আরও এক কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাল্টা শাসক দলের তরফেও বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁদের কর্মী-সমর্থককে মারধরের অভিযোগ এসেছে। ঘটনাটিতে আহত বিজেপির দুই কর্মীকে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যাদের মধ্যে সুব্রত দাস নামে এক মণ্ডল সভাপতির অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্যদিকে, তৃণমূলের দু'জন আহতকে চিকিৎসার জন্য চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। বাকিদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় যায় ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রামকুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে এলাকায় যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঠিক কী কারণে গন্ডগোল হয়েছিল, সেবিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সর্দারের অভিযোগ, সরকারি অনুমতি নিয়ে ওই এলাকায় বিজেপি একটি কর্মী সভার করার পরিকল্পনা করেছিল। আর সেখানেই তৃণমূলের দুস্কৃতীরা গিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও তারা কোনভাবেই আহত দলীয় কর্মীদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি। অন্যদিকে, তৃণমূলের ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, ''আমাদের দলীয় কর্মীরা মোটর সাইকেলে করে যখন বাড়িতে ফিরছিলেন তখনই বিজেপির লোকজন তাঁদেরকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করে। সেই থেকে গন্ডগোলের সূত্রপাত। ঘটনায় আমাদের কয়েকজন কর্মীও আহত হয়েছে।'' এই ঘটনায় এবার নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত জীবনতলা থানার মটরদিঘী গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন দু'পক্ষের প্রায় সাতজন। বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী গোটা ঘটনার দায় তৃণমূলের ওপর চাপিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'তৃণমূলের গুণ্ডারা বিজেপি কার্যকর্তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ হোসেন শেখ এই কাজ করেছে। সন্দেশখালির শাহজাহানের মতো ক্যানিং-এ দাপট দেখান শওকত।' নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ চেয়ে শুভেন্দু লেখেন, '২০২১ সালের মতো ভোট পরবর্তী হিংসা এবং ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো রক্তপাত যদি কমিশন সত্যিই বন্ধ করতে চায়, তাহলে এটাই সঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ করার।' পাল্টা শাসক দলের তরফে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, 'আমাদের দলীয় কর্মীরা মোটর সাইকেলে করে যখন বাড়িতে ফিরছিলেন তখনই বিজেপির লোকজন তাঁদেরকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করে। সেই থেকে গন্ডগোলের সূত্রপাত।'

সিবিআই তল্লাশির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভয়ঙ্কর অভিযোগ মহুয়া মৈত্রর!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চঃ বাড়ি, অফিসে সিবিআই তল্লাশি হওয়ার পরপরই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। নির্বাচনী প্রচারে বাধা দান করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এমনই অভিযোগ তুলে তদন্ত প্রক্রিয়া চালানোর ব্যাপারে কমিশনকে গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মহুয়া। নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে এ কথা উল্লেখও করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত ১৯ শে মার্চ মহুয়ার মৈত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল লোকপাল। এরপরই শনিবার মহুয়ার বাড়ি ও অফিসে হানা দেয় সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, 'ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন' কাণ্ডে লোকপালের নির্দেশে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই বিষয়কে সামনে রেখেই মহুয়া মৈত্রের বাবা

দীপেন্দ্রলাল মিত্রের আলিপুরে ফ্ল্যাটে যান সিবিআই আধিকারিকেরা। বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের কলকাতার ফ্ল্যাট থেকে খালি হাতেই অবশ্য বেরোন সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। কৃষ্ণনগরের দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছেন গোয়েন্দারা। এরপরই সিবিআই-এর বিরুদ্ধে ভোট প্রচারে বাধা দানের অভিযোগে তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন মহুয়া মৈত্র। প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে প্রশ্নের অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন লোকপাল। সেই পথেই হাঁটল সিবিআই। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে তল্লাশি শুরু করল তাঁরা। মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ভোট প্রচারে অস্ত্র করবে বিজেপি। সূত্রের খবর, লিখিত নির্দেশে সিবিআইকে ছ' মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছে লোকপাল। পাশাপাশি, তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত লোকপালের কাছে রিপোর্ট জমা দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিল্পপতি হীরানন্দানির থেকে ঘুষ নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠেছিল মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে প্রথম এই অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে মহুয়াকে সংসদ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় সংসদের এথিক্স কমিটি। সেই মতো মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গত বছর মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ হয়।

ছন্নছাড়া 'ইন্ডিয়া'কে অক্সিজেন দিলেন কেজরিওয়াল! 'মেগা' সিদ্ধান্ত, দিল্লিই এখন ভোটের ভরকেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চঃ অবশেষে রাজধানীর বুকে এক বিশাল সমাবেশ করতে চলেছে বিরোধী দলগুলির জোট, 'ইন্ডিয়া'। গত বছর জুলাইয়ে এই জোট গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু, চলতি বছরের শুরু থেকে জোটের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। জোট, ঐক্যবদ্ধভাবে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি কেন করছে না, রাজনৈতিক মহলে সেই প্রশ্ন বারংবার উঠেছে। অবশেষে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালের গ্রেফতারি, তা ঘটাল। ৩১ মার্চ দিল্লির রামলীলা ময়দানে এই বিশাল সমাবেশ করবে ইন্ডিয়া জোট। রবিবার, দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা গোপাল রাই এই সমাবেশের কথা জানিয়েছেন। সমাবেশের নাম দেওয়া হয়েছে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' সমাবেশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে, আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এই ঘটনা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমশ সুর তড়াচ্ছে বিরোধীরা। তারই মধ্যে এই সমাবেশের কথা ঘোষণা করা হল। ভোটের আগে ইন্ডিয়া জোট অনেকটাই অগোছালো হয়ে পড়েছিল। বাংলার মতো বেশ কয়েকটি রাজ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে শরিক দলগুলির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। আরএলডি, জেডিইউয়ের মতো বেশ কয়েকটি দল, এনডিএ শিবিরে গিয়ে ভিড়েছে। তবে, কেজরীবালের গ্রেফতারি, ইন্ডিয়া জোটের জন্য শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ঘটনা জোটকে অনেকটাই ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। আপের সঙ্গে যাবতীয় তিক্ততা ভুলে, কেজরীবালের সমর্থনে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন দিল্লি কংগ্রেসের নেতারাও। কেজরীবালের গ্রেফতারির পর, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে বিরোধীদের নিশানা করার কাজে লাগানো হচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছে ইন্ডিয়া জোট। জোটের যে প্রতিনিধি দল কমিশনের সঙ্গে দেখা করেছিল, সেই দলে তৃণমূলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। এই অবস্থায় রামলীলা ময়দানের সমাবেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। রবিবার বিকেলে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে ইন্ডিয়া জোট। দিল্লির মন্ত্রী গোপাল রাই বলেন, ''কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলিকে রাজনীতিবিদদের ভয় দেখানোর জন্য এবং বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য ব্যবহার করছেন প্রধানমন্ত্রী। ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন হোক বা বিহারের তেজস্বী যাদব, সবার বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে। কেজরীবালকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাতে মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আপ নেতাদের বিক্ষোভ প্রতিরোধে দিল্লিকে দুর্গে পরিণত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অরবিন্দ কেজরীবালের পরিবারকে গৃহবন্দী করা হয়েছে। আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে গিয়েছে। আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এর মধ্যে, আপের সদর দফতর সিল করে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল নির্বাচনের প্রচার করতে পারছে না।'' দিল্লি কংগ্রেসের সভাপতি অরবিন্দর সিং লাভলি বলেছেন, ''এটা কি গণতন্ত্র? আপনি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেফতার করছেন, ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলের অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করছেন। আমাদের নেতা রাহুল গান্ধি গণতন্ত্র বাঁচাতে লড়াই করেছেন। কংগ্রেস পিছপা হবে না।'' সিপিএম নেতা রাজীব কুনওয়ার বলেছেন, ''৩১ মার্চ ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত নেতারা এই সমাবেশে যোগ দেবেন। আমরা দিল্লির জনগণের কাছে এই সমাবেশে যোগ দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। গণতন্ত্রের উপর এই আক্রমণ আমরা সহ্য করব না।'' তবে, সভা করার অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। গোপাল রাই বলেছেন, ''অনুমতি না পেলে তা গণতন্ত্রের জন্য আরও উদ্বেগজনক হবে।''

রাজ্যে শীঘ্রই আসছে আরও ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃভোট ঘোষণার আগেই নজিরবিহীনভাবে বাংলায় এসেছে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিভিন্ন জেলায় রুট মার্চও শুরু হয়ে গেছে। কমিশন সূত্রের খবর, ১ এপ্রিল রাজ্যে আসছে আরও ২৭ কোম্পানি কেঃদ্রীয় বাহিনী।লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেছে। আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। প্রসঙ্গত, চলতি নির্বাচনের জন্য বেনজিরভাবে বাংলায় সর্বোচ্চ ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এত আধাসেনা দেশের আর কোনও রাজ্যে মোতায়েন হচ্ছে না।বাহিনী আসার খবরকে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''পর্যাপ্তবাহিনী ছাড়া বাংলায় নিরপেক্ষ ভোট সম্ভব নয়, একথাটা আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি।''পাল্টা তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন বলেন, ''৯২০ কেন, ৯ হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আনলেও লাভ হবে না। বাংলা তৃণমূলের সঙ্গে আছে, ছিল এবং আগামী দিনেও থাকবে।''

দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! নারেলায় আগুন লাগল ফ্যাক্টরিতে, কেউ হতাহত হননি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ ঃ রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির নারেলা এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে। রবিবাসরীয় দুপুরে ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই এই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়, ফ্যাক্টরির ভিতরে আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে, চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।দিল্লি দমকল সার্ভিসের ডেপুটি চিফ দমকল অফিসার এস কে দুয়া বলেছেন, রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ আমরা আগুন লাগার খবর পেয়েছি, সেই অনুযায়ী দমকলের ইঞ্জিন পাঠানো হয়েছে...আগুন এখন নিযন্ত্রণে এসেছে। ২৫-২৬টি দমকল ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের ঘটনা নেই। আগুন নিভে যাওয়ার পরে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করব।

মোবাইলে চার্জ দিতে গিয়ে শর্ট সার্কিট, মিরাটে আগুন লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু ৪ ভাই-বোনের

মিরাট, ২৪ মার্চ ঃবাড়িতে আগুন লেগে জীবন্ত পু।ে মৃত্যু হল চার ভাই বোনের। আহত হয়েছেন তাদের বাবা-মাও। উত্তরপ্রদেশের মিরাটে শনিবার গভীর রাতে পল্লবপুরমের জনতা কলোনি এলাকার ওই বাড়িতে আগুন লেগে যায়। আগুন লাগার কারণ হিসাবে শর্ট সার্কিটকে চিহ্নিত করছে পুলিশ।মাঝ রাতে পাশের বাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায় প্রতিবেশীদের মধ্যে। ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী যখন পৌঁছয় ততক্ষণে বাড়ির আগুন ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে। পরিবারের ছয় সদস্যকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দম্পতির চার সন্তানেরই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে মোবাইল ফোনে চার্জ দেওয়ার সময়ে কোনওভাবে শর্ট সার্কিট হয়ে বা।তিতে আগুন লেগে যায়। চার ভাই-বোনের কাউকেই প্রাণে বাঁচানো যায়নি। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

২৫ কোটির ফ্লপ শো, নেটদুনিয়ার রোষানলে মিচেল স্টার্ক

কলকাতা, ২৪ মার্চঃইডেনে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে কলকাতা জিতলেও সবচেয়ে বেশি কটাক্ষের সম্মুখীন হযেছেন নাইটদের তারকা মিচেল স্টার্ক-ই। এই অস্ট্রেলীয় পেসারের পিছনে কলকাতা এবার ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। বিশাল প্রাইস ট্যাগের বোঝায়.যেন তিনি চাপা প।লেন। এত দামি ক্রিকেটারের পরিসংখ্যানটা কেমন দেখুন?৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৫৩ রান দিয়ে.১ উইকেটও পাননি! নেট নাগরিকদের প্রশ্ন, কেন এত টাকা খরচ করল কলকাতা। নেট নাগরিকেরদের অনেকেই কটাক্ষ করে বলছেন ' মিচেল স্টার্ক, আইপিএলে স্বাগতম'। অনেকে বলছেন, স্টার্ক মনে হয় বোলিংটাই ভুলে গিয়েছিলো। হতাশা এখন ঝরে পড়ছে নাইট ভক্তেদের। এই হতাশা থেকে অনেকেই হাত জো। করে শাহরুখ খানের কাছে অনুরোধ করছেন, আগামী ম্যাচ গুলোতে আর যেন স্টার্ককে না খেলানো হয়। আসলে কলকাতার প্রথম ম্যাচেই মিচেল স্টার্ককে নিয়ে মোহভঙ্গ হয়েছে নাইট ভক্তদের।

ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি,২৪মার্চঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চঃিদ্রকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বঃটন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও । চোপড়া বলছেন, আমরা ভালো টাকা দিই, তাই ওরা খুশি । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল এটা খুব একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজও নয় । কনকরাজতো চমকেই গিয়েছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া প্রথম মজুরির পরিমাণ দেখে । কনকরাজ প্রথমে ভেবেছিল কারিয়া অন্য অনেক চিটফাণ্ডের মতোই, যারা বেশি টাকার লোভ দেখায় এবং তাতে ভুলে গ্রামবাসীরা ঠকে । আর আছে মহাজন । স্থানীয় মানুষ অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে অতিমাত্রায় সুদে টাকা ধার করে । আর জড়িয়ে পড়ে ঋণের ফাঁদে । চঃিদ্রকা যেমন কারিয়া থেকে পাওয়া তার মজুরির অনেকটাই দেয় পরিবারকে অসুস্থ বোনের চিকিৎসার জন্য নেওয়া ধার মেটাতে । বোনতো বাঁচেইনি, বরং তার সন্তান এবং ঋণের বোঝা চেপেছে পরিবারের কাঁধে । এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনেক কারিয়া কর্মীই । মায়ের জন্য ঋণের বোঝায় ডুবে আছে ২৫ বছরের অজয় কুমার । আবার ঋণ না থাকলেও ৩৮ বছরের শিবান্না এন ছোটবেলায় ডান হাত হারিয়েছিলেন বাজি বিস্ফোরণে ।বর্তমানে ওই গ্রামবাসীরা যে কাজটি করছেন সেটি কারিয়ার নতুন প্রকল্প । টিবি নিয়ে একটি এনজিও কথা বলার তথ্য জোগাড় করছে । তাদের হয়ে কাজ করছে কারিয়া । কন্নড় ভাষায় ১০ টি বিভিন্ন ধরনের বাকভঙ্গির রেকর্ড করা হয়েছে যাতে যক্ষ্মা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন বোঝা যায়, এবং সেইমতো পরামর্শ দেওয়া যায় । আশা করা হচ্ছে, এই অ্যাপটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে অশিক্ষিত মানুষজন সহজেই ঠিকঠাক তথ্য পেয়ে যাবেন । যতবার এই তথ্য বিক্রি হবে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের একশো শতাংশই বিলি করে দেওয়া হবে কর্মীদের মধ্যে ।কারিয়ার গ্রাহক তালিকায় আছে মাইক্রোসফ্ট, এমআইটি, স্ট্যানফোর্ডের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠান । ফেব্রুয়ারিতে কারিয়া বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশনের জন্য একটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে । মারাঠি, তেলুগু, হিন্দি, বাংলা এবং মালয়ালম ভাষার ভয়েস ডেটাসেট তৈরি করা হচ্ছে । এরলক্ষ্য, একটি চ্যাটবট তৈরি করা যাতে স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা, ব্যাঙ্কিং এবং কেরিয়ার বিষয়ে নিজের মাতৃভাষা বা বাগধারায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় ।

বিজেপিতে যোগ দিলেন আর কে এস ভাদৌরিয়া, প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধানকে স্বাগত জানালেন অনুরাগ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ ঃআসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান আর কে এস ভাদৌরিয়া। রবিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুরের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন আর কে এস ভাদৌরিয়া। এছাড়াও এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ওয়াইএসআরসিপি নেতা ভারাপ্রসাদ রাও ভেলাগাপাল্লি। উভয়কেই বিজেপিতে স্বাগত জানান বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান আর কে এস ভাদৌরিয়া বলেছেন, আবারও দেশ গঠনে অবদান রাখার এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি দলীয় .নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাই। আমি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বায়ুসেনাতে কাজ করেছি, কিন্তু আমার কাজের সেরা সময় ছিল বিজেপি সরকারের নেতৃত্বে গত ৮ বছর। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে ক্ষমতায়ন ও আধুনিকীকরণ এবং তাঁদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য এই সরকার যে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে তা কেবল বাহিনীতে একটি নতুন সক্ষমতার জন্ম দেয়নি বরং তাদের একটি নতুন আত্মবিশ্বাসও দিয়েছে। সরকারের আত্মনির্ভর পদক্ষেপের ফলাফল এখন দেখা যাচ্ছে।

৩১ মার্চ 'মহা র‍্যালি'-র আয়োজন করছে বিরোধীরা, গোপাল বললেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই সমাবেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ ঃকেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এবার বৃহত্তর আন্দোলনে নামছে বিরোধীদের আইএনডিআই জোট। আগামী ৩১ মার্চ দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'মহা র‍্যালি'-র আয়োজন করছে বিরোধীরা। রবিবার আইএনডিআই জোটের সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা গোপাল রাই বলেছেন, এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে...এই লড়াইকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করতে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৩১ শে মার্চ, রবিবার, সকাল দশটায় সমগ্র দিল্লি রামলীলা ময়দানে জড়ো হবে।গোপাল রাই বলেছেন, এটি হবে আইএনডিআই জোটের মহা সমাবেশ, শুধুমাত্র দিল্লির মানুষ নয়, আমি ভারতের সমস্ত জনগণের কাছে আবেদন করছি, যারা সংবিধান এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তারা অবশ্যই ৩১ মার্চ সকাল দশটায় রামলীলা ময়দানে আসবেন। দিল্লির মন্ত্রী অতিশী এদিন বলেছেন, আইএনডিআই জোট ৩১ মার্চ রামলীলা ময়দানে একটি 'মহা সমাবেশের' আয়োজন করছে। এটি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বাঁচাতে নয়, গণতন্ত্রকে বাঁচাতে আয়োজন করা হচ্ছে। বিরোধীরা একতরফা আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছেন।

আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ জেডিইউ-র, ১৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা

পাটনা, ২৪ মার্চ ঃআসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল জনতা দল (ইউনাইটেড)। রবিবার মোট ১৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, রাজীব রঞ্জন (লালন) সিং মুঙ্গের থেকে এবং লাভলি আনন্দ শেওহর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটের এক মাসেরও কম সময় বাকি আছে, এমতাবস্থায় রবিবার এনডিএ জোটের জনতা দল-ইউনাইটেড বিহারের মধ্যে আসন ভাগাভাগির ভিত্তিতে ১৬টি নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। বাল্মীকি নগর থেকে ল।বেন সুনীল কুমার, শিবহর থেকে লাভলী আনন্দ, সীতামঢ়ী থেকে দেবেশ চন্দ্রঠাকুর, সুপৌল থেকে দিলেশ্বর কামেত, জাহানাবাদ থেকে চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ, নালন্দা থেকে কৌশলেন্দ্র প্রসাদ, ভাগলপুর থেকে অজয় কুমার মণ্ডল, পূর্ণিয়া থেকে সন্তোষ কুমার, কিশনগঞ্জ থেকে মুজাহিদ আলম প্রমুখ

দেহরাদূনের বাসভবনে রঙের উৎসবে সামিল পুষ্কর ধামি, জানালেন হোলির শুভেচ্ছা

দেহরাদূন, ২৪ মার্চ ঃ দেহরাদূনের বাসভবনে রঙের উৎসবে সামিল হলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। রবিবার সকালে দেহরাদূনে নিজস্ব সরকারি বাসভবনে হোলি উদযাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে হোলি উদযাপন করতে আসা মানুষজনের সঙ্গে নাচতেও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। অনেককে রঙে রাঙিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, হোলি হল রঙের উসব। আমি আশা করি সবার জীবন হোলির রঙের মতো আনন্দে ভরে উঠবে। হোলির উৎসবে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

দিল্লির সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমে এক হওয়ার বার্তা প্রসূনের্য্য

মালদা, ২৪ মার্চ ঃ দিল্লিতে কেন্দ্রে বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূল কথা বলবে। জানালেন মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরো বলেন আগের সাংসদকে নিয়ে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আছে। কথা বলে মিটিয়ে ফেলতে হবে।দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে পুরাতন মালদা পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডের ভোট প্রচার করলেন উত্তর মালদা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবাসরীয় ছুটির দিনে প্রচারে ব্যাপক ঝ। তুললেন উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। জোরকদমে ভোট প্রচার করেন পুরাতন মালদা পৌরসভা এলাকায়। এদিন তিনি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়িতে পা রাখা মাত্রই তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে আলাদা উৎসাহ দেখা যায় । গলায় মালা পরিয়ে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান তৃণমূলের নেতৃত্ব। এরপর তিনি বিভিন্ন মানুষজনের সাথে জনসংযোগ করেন।

সন্দেশখালিতে হামলার নেতৃত্বে কারা ছিল, জানতে সরবেড়িয়ায় সিবিআই

সন্দেশখালি, ২৪ মার্চ ঃকাদের নেতৃত্বে গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলা হয়েছিল, সেই রহস্য উন্মোচনে রবিবার ফের ঘটনাস্থলে গেল সিবিআইয়ের প্রতিনিধি দল।হামলার নেতৃত্বে কারা ছিলেন, কতজন জড়ো হয়েছিলেন, হামলাকারীদের হাতে কী ধরনের প্রতিরোধের জিনিস ছিল, কারও কাছে অস্ত্র ছিল কিনা, এই বিষয়ে পুঙ্খানপুঙ্খ জানতে এদিন সরবেড়িয়া বাজারের একাধিক দোকানদারের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। এমনকী সরবে।য়িায় হাজির থাকা সিআরপিএফ জওয়ানদের কাছ থেকেও সেদিনের ঘটনার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন সিবিআই কর্তারা।জানা গেছে, হামলার ঘটনায় ধৃত দু''জনকে নিয়ে রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার কিছু পরে সিবিআইয়ের এক প্রতিনিধি দল সন্দেশখালিতে পৌঁছন। ধৃত দু''জনের বয়ানের ভিত্তিতে সৈফুদ্দিন মোল্লা নামে এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে সিবিআই। সূত্রের খবর, ধৃতকে নিয়ে একটি দল হামলায় জড়িত অন্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। বাকি দুই অভিযুক্তকে নিয়ে গ্রামে ঢুকেছে অন্য একটি দল।

হাতখরচ দিতে অস্বীকার করায় উত্তর প্রদেশে ভাড়াটে খুনি দিয়ে বাবাকে হত্যা কিশোরের

প্রতাপগড়, ২৪ মার্চ ঃ বাবা যথেষ্ট হাতখরচ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তার জন্য ভাড়াটে খুনি দিয়ে বাবাকে হত্যা করল কিশোর। নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায।ঘটনায.৩ জন খুনি এবং অভিযুক্ত ওই কিশোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনজন খুনি জেরায.স্বীকার করে নেয, ব্যবসাযী. মহম্মদ নইমকে খুন করার জন্য তাঁর ছেলে টাকা দিয়েছিল। ৬ লক্ষ টাকার চুক্তি হযেছিল। খুনিদের আগাম দেড় লক্ষ টাকা দিযেছিল ওই কিশোর।অভিযুক্ত কিশোর জানিয়েছে, প্রাযই বাড়ি থেকে, দোকান থেকে টাকা চুরি করে শখ মেটাত সে। কারণ, বাবা যথেষ্ট হাতখরচ দিতেন না। সেইজন্যই রাগের মাথায.বাবাকে খুন করার পরিকল্পনা করে ওই কিশোর।

দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ, রাজস্থানের ঝালাওয়ারে ডাম্পারের চাকায় পিষে মৃত্যু ৫ জনের

ঝালাওয়ার, ২৪ মার্চ ঃদুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে রাজস্থানের ঝালাওয়ারে ডাম্পারের চাকায় পিষে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের।গত শনিবার রাতে ঝালাওয়ারের পাগারিযা. থানা এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক দুই অভিযুক্ত। ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে ডাম্পারের চাকায় পিষে পাঁচজনের মৃত্যুর বিষয়ে সাব-ইন্সপেক্টর বিজেন্দ্র সিং বলেছেন, ...ডাম্পারটি কোনও নম্বর প্লেটবিহীন ছিল। ডাম্পারটির আশেপাশে ৫ জন মাটিতে পড়েছিলেন। মৃতদের মধ্যে দু'জন সম্পর্কে ভাই বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা হলেন বিন্নাযগা ফান্টা গ্রামের বাসিন্দা দুই ভাই ভরত সিং (২২) এবং ধীরজ সিং (২০)। এছা।াও তুফান সিং (৩৩), গোবর্ধন সিং (২৮) এবং বালু সিং (২০) নামে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবাই বিন্নায়গা ফান্টা গ্রামের বাসিন্দা। বিবাদের নেপথ্যের কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যাযনি বলে জানিয়েছেন পাগারিযার এসএইচও বিজেন্দ্র সিং জানিয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৫মার্চ মার্ট ঃসোমবার, ১১ চৈত্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৫ মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতণ্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১১চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২৫চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১১চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃস্ত্রীর স্বাস্হ্যের সঠিক দেখভাল এবং নজরের প্রয়োজন। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- না আজ।

বৃষভ রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল।

মিথুন রাশিঃআজ আপনি পিছনের সারিতে বসে আরাম করুন- এবং শখে জ।য়িে থাকুন এবং যে জিনিসে আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাই করুন।

কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা

সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।

কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।

তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। া

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময়.থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে

ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে

মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।

কুম্ভ রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন।সংসারে শান্তি হবে

মীন রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন খুব একটা লাভদায়ক দিন নয়- কাজেই আপনার টাকাকড়ির অবস্থা দেখে নিয়ে আপনার খরচ সীমিত করুন। কোন বন্ধু তার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার উপদেশ চাইতে পারে।

রবিবার ছুটির দিনে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া , ২৩ মার্চঃ রবিবার ছুটির দিনে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা হাওড়ায়। বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হলো মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তির। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ হাওড়ার আমতলা ফাঁড়ির কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রানীহাটি-হাওড়া রুটের একটি মিনি বাসের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম শ্রীকান্ত মণ্ডল(৫০)। বাড়ি সাঁকরাইলের মাশিলা অঞ্চলে। এদিন তিনি সকালে ব্যবসার কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন। ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতের বন্ধু হারুলাল সেন বলেন, এদিন সকালে শ্রীকান্ত সাড়ে ৯টা নাগাদ কলকাতায় গিয়েছিলেন। ওনার গ্যারেজ লাইনের কাজ। উনি কলকাতায় মালপত্র আনতে গিয়েছিলেন। ওর সঙ্গে প্রায় ১২টা নাগাদ কথা হয়। উনি বললেন ফিরছেন। পরে ওনার স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পাই শ্রীকান্তের দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরপর সব জায়গায় খোঁজ নিই। খবর নিয়ে জানতে পারি শ্রীকান্তকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আনা হয়েছে। হাওড়া হাসপাতালে এসে জানতে পারি উনি মারা গিয়েছেন। জানতে পেরেছি রানিহাটি রুটের মিনি বাস ওকে আমতলা ফাঁড়ির কাছে ধাক্কা মেরেছে। মৃতের আরেক পরিচিত জানান, রানিহাটি মিনি ওনাকে আমতলা ফাঁড়ির কাছে ধাক্কা মারে। শ্রীকান্ত মন্ডলের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশকে ফোন করা হয়। তখন জানতে পারি শ্রীকান্ত মন্ডল মারা গিয়েছেন।

রবিবাসরীয় প্রচারে এদিন সকালে উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় ভোটপ্রচার করেন বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। প্রচারে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন প্রার্থী। দলের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন। ভোট প্রার্থনা করেন তিনি। এদিন সকালে উত্তর হাওড়ার সালকিয়া এলাকায় এবং হাওড়ার ২ এবং ৩নং ওয়ার্ডে জনসংযোগ কর্মসূচি নেওয়া হয় দলের তরফ থেকে। অন্যদিকে, এদিন হাওড়ার পাঁচলায় প্রচারে অংশ নেন বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী।

ধনিয়াখালি বইমেলায় কবি সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২৩ মার্চঃ বিশ্ব কবিতা দিবসকে পাথেয় করে আজ দুপুরে অষ্টাদশ বর্ষের ধনিয়াখালি বইমেলার অন্তিম লগ্নে এক কবি সম্মেলনের আয়োজনের সাথে কবি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় । হুগলি জেলা ছাড়াও বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কবিবৃন্দ এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন । কবিপাঠে অংশ নেন ড রেণুপদ ঘোষ ড দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস ড রমলা মুখার্জি তরুণ কুন্ডু বিদ্যুৎ ভৌমিক রাসমণি ব্যানার্জি রফিকুল ইসলাম কেকা চৌধুরী তনুশ্রী দে মান্না অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় গোপাল দাস সজল সাঁতরা দীপ্তি চক্রবর্তী প্রমুখ । শেষ পর্বে কবি অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাপদ ধল ও হীরালাল ঘোষকে জীবন কৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয় । সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্হার কার্যকরী সভাপতি কবি গুরুপদ মজুমদার ও অশোক দাস । উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্হার সম্পাদক শিক্ষক অভিজিৎ দাস।

উত্তরপাড়ায় বিবেকানন্দ সংঘের পরিচালনায় বসন্ত উৎসব

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ মার্চঃ সোমবার দোল পূর্ণিমা বসন্ত উৎসব শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা দোল যাত্রার প্রাক্কালে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ সংঘের পরিচালনায় রবিবার সন্ধ্যেবেলায় স্থানীয় মাখলা হাইস্কুল মাঠে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হলো।

বিকাল থেকেই উৎসব শুরু হয়, নৃত্যনাট্য রবীন্দ্র সংগীত সহ ভাটিয়ালি গান পরিবেশিত হয় ফোক ডান্স হয় রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা ছোট বড় সব শিল্পী সুন্দরভাবে গানের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে মোট ১৮ টি দল। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয় ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। এই অনুষ্ঠানে শিল্পীদের গানের সঙ্গে নৃত্য পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা হয় এখানে উপস্থিত ছিলেন বিচারকরা প্রচুর দর্শক সমাগম হয় অসাধারণ সংগীত পরিবেশন তালে তালে মহিলাদের নৃত্য ছিল চোখে দেখার মত প্রচুর দর্শকের সমাগম হয় বিবেকানন্দ সংঘ প্রত্যেক বছর পরিচালনা করে বসন্ত উৎসবের উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সদস্যরা।

‘আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি কোর্টে যান’

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ মার্চ ঃ আমার বিরুদ্ধে যদি কোন দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি কোর্টে যান। বনগাঁ তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। রবিবার বনগাঁ লোকসভার স্বরূপনগর বিধানসভার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালকী হাই স্কুল সংলগ্ন বসিরহাট-তরণীপুর রোডে একটি পথসভায় এসে এমনই মন্তব্য করলেন শান্তর ঠাকুর নির্বাচনী প্রচারে এসে তিনি বক্তব্যের শুরুতেই সিএএ নিয়ে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগেন। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে যখন বাংলাদেশের জন্ম হয়, তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে

একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে বলা হয় এতদিনের যে সমস্ত শরণার্থীরা দুই দেশে ঢুকেছে তারা সেখানেই থাকুক।

যে যেই অবস্থায় আছে সে সেই দেশেই থাকুক। এরপর থেকে নতুন করে শরণার্থী কোনো দেশ গ্রহণ করবে না। অথচ ভারতবর্ষের মুসলিমদের উপরে কোন রকম অত্যাচার না হলেও বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত থাকতে পারেননি। তাই তারা বাধ্য হয়ে একে দেশ ছেড়ে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিলেন। মূলত সেই সমস্ত মানুষকেই তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই সিএএ মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়। মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। পূর্বতন কংগ্রেস সরকার যা করেনি তা এই সরকার পূরণ করলো। বর্তমান রাজ্য সরকার যতই এর বিরোধিতা করুক সিএএ লাগু হবেই। বেশ কিছুদিন আগে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিশ্বজিৎ দাস শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে বলেন, তেঁতুলিয়ায় কেন্দ্র সরকারের যে প্রকল্প শুরু হয়েছে ইছামতি নদীতে সংস্কার করার। তার জন্য বরাদ্দকৃত ৫০ কোটি টাকা শান্তনু ঠাকুর আত্মসাৎ করেছেন।

সেই প্রসঙ্গে শান্তনু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, অপপ্রচার দিয়ে কি হবে? ও কোর্টে চলে যাক। কত টাকার দুর্নীতি হয়েছে তা জানতে ও কোর্টে চলে যাক। সমস্যা কোথায়? এদিনের এই নির্বাচনী পথসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল, স্বরূপনগরের বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার জিএস পিয়া পাণ্ডে সহ প্রমুখ নেতৃত্ব।

শিশুদের রং সামগ্রী প্রদানে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৩ মার্চঃ বসন্ত উৎসব উপলক্ষে রবিবার বিকেলে স্থানীয় চন্দ্র পল্লী প্রাঙ্গণে নববারাকপুর পুরসভার ৩নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ছোট শিশু কিশোর দের হাতে রং সামগ্রী সরঞ্জাম তুলে দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি বেবী চক্রবর্তী, সমাজসেবী মৃদুলা সাহা, ওয়ার্ড কমিটির পক্ষে বাপি বিশ্বাস, রাজেশ সাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি গন।মন্ত্রী বলেন বাঙালির প্রিয় দোল উৎসবের আগে নববারাকপুরে ছোট শিশু কিশোর দের মনে খুশির আনন্দ উপভোগে রং সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। খুব ভালো উদ্যোগ তৃণমূল কংগ্রেসের।বেশ কিছু মানুষ কে গাছ ও তুলে দিল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়। কর্মীরা এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ভালো কাজে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন। বেশ ভালো সাড়া ফেলেছে এদিন। অন্যদিকে নববারাকপুর শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিন বিকেলে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে অস্থায়ী মঞ্চে বসন্ত উৎসব উপলক্ষে হল নাচ গান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি সুমন দে সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন।

রবিবার উলুবেড়িয়া লোকসভার অন্তর্গত উদয়নারায়নপুর বিধানসভার সিংটিতে জনসভায় রাজ্যের বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রঙের স্পর্শে ইতিহাসের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, বারাকপুর স্টেশনের দেওয়ালে ঐতিহাসিক চিত্রকথন

কলকাতা, ২৪ মার্চঃ এই নান্দনিক উদ্যোগে, পূর্ব রেল ব্যারাকপুর স্টেশনের চারপাশের বাইরের দেওয়ালগুলিতে রঙিন চিত্রকর্মের এক বর্ণিল সমারোহে সাজানোর আয়োজন করে এক বর্ণময় যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। শুধুই রেল স্টেশনের সঙ্গে এই শহরের সংযোগ আরও সুদৃঢ় করা নয়, এটি হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত এই মনোরম উপশহরের সমগ্র অঞ্চলের নান্দনিক মূল্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রাচীরে নান্দনিক চিত্রকর্মগুলির বিষয়বস্তু ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মরণীয় ঘটনাগুলির চিত্রায়ন থেকে শুরু করে আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্রমিক বিবর্তনের চিত্রায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত।

উল্লেখ্য, ব্যারাকপুরকে ইতিমধ্যেই ‘অমৃত ভারত স্টেশন’ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে ফলে অতি দ্রুত গতিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হওয়ার সাথে সাথে এটি সামগ্রিকভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে।৭৫০ মিটার দীর্ঘ রেলের প্রাচীর, বারাকপুর রেলওয়ে স্টেশনের পাশে ঐতিহাসিক কাহিনীর এক অপূর্ব ক্যানভাসে পরিণত হয়েছে। এই চিত্রকর্মগুলি আমাদের জাতির গৌরবময় অতীতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে জীবন্ত করে তুলেছে। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির অবদান-এর মতো ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এই চিত্রকর্মগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ-এর অমর কাহিনী এবং স্বামী বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু-র মতো জাতীয় বীরদের সম্মান জানিয়ে তাদের চিত্রকর্ম দেওয়ালগুলিকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে। এই প্রকল্প বারাকপুর রেলওয়ে স্টেশনকে কেবল একটি যাত্রাবিরতির স্থান থেকে বদলে করে তুলেছে ইতিহাসের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।এছাড়াও, এই উদ্যোগটি কেবল ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এটি বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদানগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। দুর্গাপূজার মতো উৎসবের আনন্দময় মুহূর্তের চিত্রায়ন ও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী রেলওয়ে প্রাঙ্গণে এক আকর্ষনীয় চমক প্রদান করবে। এছাড়াও, বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র থেকে অনুপ্রাণিত চিত্রকলা পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করে, যাত্রী এবং দর্শকদের জন্য আসলেই এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার সঞ্চার করবে।এই প্রকল্পের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এটি কেবলমাত্র সেই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবেই স্বীকৃতি লাভ করছে না, বরং শিল্পের অভিব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক একাত্মকরণের ক্ষেত্রেও একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জীবন্ত সাক্ষী হিসেবে বারাকপুর স্টেশনের দেওয়ালগুলির নান্দনিক রূপান্তর সীমানা অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে শিল্পের এক কার্যকারিতার স্বাক্ষর ও একই সঙ্গে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে এক সু-সম্পর্ক গড়ে তুলবে।পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের প্রতি তাঁর মতামত প্রকাশ করে বলেন, ব্যারাকপুর এলাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই ইতিহাস, সঙ্গে বাংলার বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ধারা ও স্টেশনের দেয়ালে চিত্রিত প্রেরণামূলক চিত্রকলার মাধ্যমে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

উত্তর প্রদেশে ১৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা বহুজন সমাজ পার্টির

লখনউ, ২৪ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৬টিতে নিজেদের প্রার্থীদের ঘোষণা নাম করলো বহুজন সমাজ পার্টি। রবিবার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর দল। জানা গেছে, সাহারানপুর থেকে প্রার্থী করা হয়েছে মাজিদ আলী, কৈরানা থেকে শ্রীপাল সিং, মুজাফফরনগর থেকে দারা সিং প্রজাপতি, বিজনৌর থেকে বীজেন্দ্র সিং, মোরাদাবাদ থেকে মহম্মদ ইরফান সইফি, রামপুর থেকে জিশান খান, সম্ভল থেকে সৌলত আলী, আমরহা থেকে মুজাইদ হুসেন, মিরাট থেকে দেবরিত ত্যাগী, বাঘপত থেকে প্রবীণ বানসাল, গৌতম বুদ্ধ নগর থেকে রাজেন্দ্র সিং সোলাঙ্কি, আঁওলা থেকে আবিদ আলী, পিলভিট থেকে আনিস আহমেদ খান প্রার্থী হয়েছেন। আর ৩ তপশিলি সংরক্ষিত আসন নাগিনা, বুলন্দশহর এবং শাহজাহানপুর থেকে প্রার্থী করা হয়েছে যথাক্রমে সুরেন্দ্র পাল সিং, গিরীশ চন্দ্র জাটব এবং দৌদরাম বর্মা।

চলন্ত ট্রেনে আগুন আতঙ্ক, চাঞ্চল্য রাধানগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়

ডায়মন্ড হারবার, ২৪ মার্চঃ চলন্ত ট্রেনে আগুন আতঙ্ক। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডায়মন্ড হারবার লাইনের রাধানগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। সূত্রের খবর, ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ শাখার আপ ৫২০ মিনিটের ট্রেনটি যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই রাধানগর স্টেশন এর কাছে ট্রেন থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে, এরপরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে। ডায়মন্ডহারবার জিআরপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ট্রেনের পেছন দিকে ইঞ্জিনের থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকায় ১০-১৫ মিনিটের জন্য চলাচল বন্ধ থাকে। পরে রেলের কর্মীরা ট্রেনের পেছনের বগির ইঞ্জিনে গ্যাস দিয়ে ধোঁয়া বন্ধ করে। এরপরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আগাম বসন্ত উৎসব পালন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ ঃ আগামীকাল থেকে শুরু বসন্ত উৎসব, বসন্ত উৎসবের আনন্দ মেতে উঠবে রাজ্যবাসী। তবে গতকাল থেকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আগাম বসন্ত উৎসব পালিত হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িতে প্রতিবছর মহাসামরহে বিভিন্ন স্থানে বসন্ত উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সংস্থাগুলি আয়োজন করে থাকে বসন্ত উৎসবের। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে এর পরিচালনায় বসন্ত উৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দশরথ পল্লি এলাকায় ঘটা করে আগাম বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হলো। একে অপরকে আবির মাখিয়ে এ উৎসব পালন করলেন সকলে। উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডেপুটি রঞ্জন সরকার, এছাড়া আরো অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ম্যানগ্রোভের সাথে রং-এর উৎসবে মাতল সুন্দরবনবাসী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ মার্চ ঃ ম্যানগ্রোভ গাছের সাথে রং মাখামাখি করে দোল উৎসব পালন করলো সুন্দর বনবাসী। স্কুলের বিভিন্ন বয়সের পড়ুয়া এবং ম্যানগ্রোভের কাজে যুক্ত পরিবারের সদস্যরা মহা ধুমধাম করে দিনটি পালন করেছে । রবিবার এই অভিনব রং-এর উৎসব পালিত হয় সুন্দরবনের বাসন্তী থানার হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে। মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, মানুষের সঙ্গে ম্যানগ্রোভের রং-মিলনতি উৎসব হবে সেই কথা আগেই মুখে মুখেই রটিয়ে দিয়ে ছিলেন পরিবেশ চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মী রাজনারায়ণ মন্ডল। নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সের মানুষজন, গৃহবধূ, যুবতী, কিশোরী এবং কচিকা॰ চা-রা রং বেরঙের থালা হাতে জড় হয় বিদ্যা নদীর পাড়ে। রাজনারায়ণ বাবুর উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা ভরা কোটালের জোয়ারের জলে নেমে বিভিন্ন ম্যানগ্রোভকে নানান রংয়ের রাঙিয়ে তোলে। গাছের সঙ্গে কোলাকুলিও করে তারা দুষ্টুমিষ্টি মুচকি হাসিতে গাছকে যে-কোনও উপায়ে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ঘটনাটি দেখতে আশপাশ গ্রামের অসংখ্য মানুষজন হাজির হয়েছিলেন বিদ্যানদীর পাড়ে।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকে নামখানা বাজার কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন এর ব্যবস্থাপনায় এবং নৃত্যশ্রী একাডেমি অফ ড্যান্স এর পরিচালনায়, নামখানা বাজার দুর্গাপুজার ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো বসন্ত উৎসব। ছবি-দুরন্ত বার্তা

উদয়পুরে দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে বৈঠক করলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী

উদয়পুর, ২৪ মার্চ ঃ রবিবার গোমতী জেলার উদয়পুরে দলীয় সভায় পৌরোহিত্য করেন লোকসভা নির্বাচনে আইএনডিআইএ জোটের প্রার্থী তথা কংগ্রেস দলের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা। বৈঠকে দলীয় কর্মীদের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। আশীষ কুমার সাহা বলেন, দেশের বিজেপি দল এবার নির্বাচনে ক্ষমতায় আসতে পারবে না বলেই হতাশ হয়ে বিরোধী দলের নেতা থেকে শুরু করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও ইডি লাগিয়ে গ্রেপ্তার করে। যা নিন্দার ভাষা নেই। এই অমানবিক ঘটনায় সারা দেশে সমস্ত বিরোধ জোট ইতিমধ্যে আন্দোলন শুরু করেছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী সারা দেশে জয়ী হয়ে দেশের ক্ষমতায় আসবে। মতাদর্শ ভিন্ন হলেও দেশ বাঁচাতে এই জোট বলে ব্যাখ্য দেন আশীষ কুমার সাহা। দলীয় কর্মীদের ঘরে বসে না থেকে লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা ও পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রে আইএনডিআইএ জোটের প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য এখন থেকে এলাকায় এলাকায় গিয়ে সমস্ত ভোটারদের সাথে জনসংযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। জনগণকে অবহিত করতে হবে বিজেপি দেশ এবং রাজ্যকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, বেকারের চাকুরী, যুবকদের কর্মসংস্থান, রেগার মজুরী, কর্মচারীদের ডিএ ও রাজ্যের শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে ভোটারদের অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেন। শ্রী সাহা সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির অফিসে গিয়ে নেতাদের সঙ্গে কিছুক্ষন নির্বাচনী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আশীষ কুমার সাহার সঙ্গে ছিলেন গোমতী জেলার কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল, মিলন কর সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

টাকী তে আন্তঃবিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বিজয়ী টাকী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়

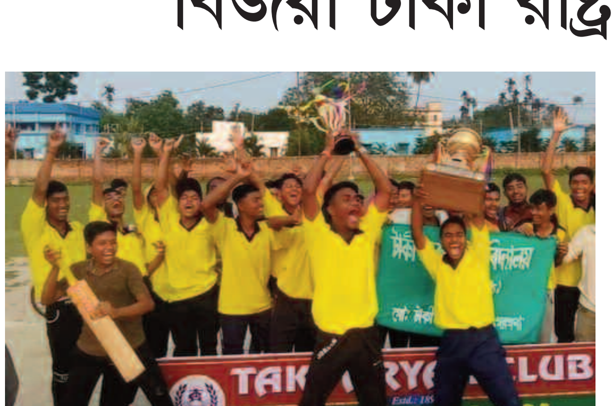

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২৩ মার্চ ঃ টাকী তে, টাকী এরিয়ান ক্লাব আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বিজয়ী হলো টাকী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়। চলতি মাসের বারো তারিখ এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। টাকী, হাসনাবাদ এলাকার মোট ছয়টি বিদ্যালয় অংশগ্রহন করে এই প্রতিযোগিতায়। ছটি দল কে দুটি গ্রুপে ভাগ করে শুরু হয় টুর্নামেন্ট। গ্রুপ লিগ শেষে গ্রুপ এ থেকে হাসনাবাদ ডি.পি.ইনস্টিটিশান, টাকী রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয় ও তকিপুর রাজলক্ষী উচ্চবিদ্যালয়ের মধ্যে তকিপুর রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয় এবং গ্রুপ বি থেকে টাকী ভবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, রামেশ্বরপুর ইউনিয়ন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও টাকী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে টাকী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করে। ফাইনাল খেলায় প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত পনেরো ওভারে চার উইকেটের বিনিময়ে ১০৯ রানের লক্ষ মাত্রা দেয় তকিপুর রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমেই প্রথম তিন ওভারেই দু উইকেট হারায় টাকী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে অধিনায়ক ইজাজ আহমেদের পঞ্চাশ রানের ইনিংসে ভর করে, ছয় উইকেটে তকিপুর রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয় কে হারিয়ে, জয় ছিনিয়ে নেয় টাকী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের অধিনায়ক ইজাজ আহমেদ।পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে একটি অর্ধশতক, একটি শতরান সহ , ব্যাটিং পারদর্শীতার নিদর্শন দিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও হয় ওই ছাত্র।

খানাকুলে অবৈধ নির্মাণে বাধা দেওয়ায় বিজেপি কর্মীর বাবাকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ মার্চ ঃ অবৈধ নির্মাণে বাধা দেওয়ায় বিজেপি কর্মীর বাবাকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনা খানাকুলের লাউসর গ্রামের। ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। আহত বিজেপি নেতার বাবার নাম বিনোদ বিহারী সিং। তিনি প্রাক্তন হোমগার্ড হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় এলাকায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটি নির্মানকে ঘিরে বচসা চলছিল তাঁদের। এনিয়ে তাঁরা ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। মামলাটি আদালতে বিচারাধীন। অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এদিন ওই জায়গায় নির্মাণ চালাচ্ছিলেন প্রতিবেশী তথা অরুণ্ডা পঞ্চায়েতের প্রধান দেবাশিস সিং। আর তা নিয়েই দুপক্ষের মধ্যে নতুন করে অশান্তি শুরু হয়। বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। ঘটনায় বাধা দিতে যান ওই বিজেপি কর্মীর বাবা। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

এমনকি বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় তাঁর পরিবারের সদস্যরাও। পরিবারের লোককেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত বিনোদ বিহারী সিংকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। খানাকুল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। রবিবার সকালে মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তথা খানাকুলের অরুন্ডা গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধান দেবাশিস সিংকে গ্রেফতার করে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল। যদিও আদালতে যাওয়ার সময়ে পুলিশের সামনের ধৃত প্রধান দেবাশিস সিং বলেন, ‘‘আমি নির্দোষ। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, এটা একেবারেই পারিবারিক একটি বিষয়। তার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১১৫ সংখ্যা, সোমবার, ১১ চৈত্র, ১৪৩০

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কি সুনীতা ?

লোকসভার ভোটের আগেই দিল্লির রাজনীতিতে নাগরিকদের গা পুড়তে শুরু করে দিয়েছে। এত গরম সেখানে পড়তে শুরু করে দিয়েছে সেখানে যে রাজনৈতিক নেতারা মাথায় বরফ জল দিয়েও মাথা ঠাণ্ডা করতে পারছেন না। আবার পশ্চিমবঙ্গেও সেই টাটকা রাজনীতির উত্তপ্ত পারদ এসে উপস্থিত হয়েছে। যার ফলে দেখতে পাওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গের শাসক শিবির বেশ তেতে উঠেছে। দিল্লির রাজনৈতিক গরম হাওয়া এখন ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে বইতে শুরু করে দিয়েছে। সেই রকম কতদিন ধরে বজায় থাকবে তা বলা একেবারে অসম্ভব। রাজনৈতিক গরম থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক গরম যোগ হয়ে রাজনৈতিক নেতাদের ঘুম একেবারে বিনষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে। এই রকম হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে তার একটি মাত্র কারণ হল মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজিরওয়ালকে গ্রেফতার। ইডি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে আবগারি দুর্নীতির দায়ে। তিনি আবগারি বিভাগকে নিজের অধীনে নিয়ে এসে যেভাবে একের পর এক আবগারি লাইসেন্স দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতেই ইডি দুর্নীতির গন্ধ পায়। তার ফলেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে ইডি। এদিকে সেই গ্রেফতারকে চ্যালেঞ্জ করে আম আদমি দরবরারে এসে উপস্থিত হয়েছেন কেজরিওয়ালে স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল। তিনি কি তাহলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করতে চলেছেন? যদি তাই হয় তাহলে কিন্তু লোকসভার নির্বাচনের মুখে বিজেপির বিপদ বৃদ্ধি পাবে। দিল্লির মানুষ এখনও আম আদমির প্রভাব থেকে সরে আসেনি। আবার দিল্লিকে বিজেপির বেশ ভালো রকম রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। ফলে এখন লোকসভার নির্বাচনের প্রভাব কার ওপরে কতখানি বিস্তার করবে তা বোঝা খুবই মুশকিল। একেবারে লালু প্রসাদ স্টাইল গ্রহণ করতে কি শুরু করে দিয়েছে আম আদমি দলের নেতারা। সেই দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে আম আদমি দলে নেতারা। তারা মনে করছেন যে একন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজিওয়ালের মুক্তি পাওয়ার কোনও আশা নেই। সেই কারণেই কি দিল্লিতে অরবিন্দের স্ত্রীকে দিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করানো হল। তা নিয়ে সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে দিল্লিতে কি আবার একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে। তবে অরবিন্দের স্ত্রী সুনীতা কেজিরওয়াকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কিনা সেটা দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এদিকে বিজেপি দল বলতে শুরু করেছে যে অরবিন্দের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়ালকে যদি মুখ্যমন্ত্রী পদে গ্রহণ করা হয় তাহলে তারা আস্থা ভোট চাইতে পারে। দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করার পরে দিল্লির সরকারি প্রশাসনকে কে পরিচালনা করবেন তা এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারেনি আম আদমি দলের নেতারা। আম আদমি দলের নেতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে জেলে বসেই মুখ্যমন্ত্রী দফতরের কাজকে পরিচালনা করবেন। বাস্তবে সেটা একবারে অসম্ভব। সেই কারণেই হয়তো দল থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে সুনীতা কেজিরওয়ালকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী করার। তবে আম আদমি দল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বিজেপি ছেড়ে কথা বলবে না। কারণ বিজেপি দল বারবার পরিবারতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার ওপরে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরিবারতন্ত্র চলবে না এই অন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

ইউক্রেনে রুশ গণভোট

রুশ অধিকৃত ইউক্রেন অঞ্চলে গণভোট করতে চলেছে রাশিয়া বলে অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তিনি বলেছেন রাশিয়া এখন এই সব অঞ্চলে গণভোট নিয়ে রাশিয়ায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সেখানকার বাসিন্দাদের মত গ্রহণ করবে। রাশিযার এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তিনি বলেছেন ইউক্রেনের অঞ্চলে গণভোট করার কোনও অধিকার পুতিনের নেই। জোর করে ভয় দেখিয়ে গণভোট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাশিয়া। রাষ্ট্রপুঞ্জের উচিত হচ্ছে এই গণভোট গ্রহণ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া। এই সব অঞ্চলে গণভোট হলে তা মেনে নেবে না ইউক্রেন এবং তার মিত্র দেশগুলি। জেলেনস্কি বলেছেন, আমাদের আগে যা ছিল তাই থাকবে। আমরা দখলদারি রাজনীতির শিকার। রাশিয়ার হাত থেকে ইউক্রেনবাসীরা রক্ষা পেতে চায়। কিন্তু রাশিয়া জোর করে তাদেরকে তাদের বশে রাখতে চায়। দখলদাররা যদি ছদ্ম গণভোট করে তাহলে কিন্তু ইউক্রেন মেনে নেবে না। রাশিয়া বাধ্য করাচ্ছে ওদের কথাকে শুনতে। রাশিয়ার এই ধরনের পদক্ষেপকে ইউক্রেন তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেনের বুচা শহরে রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তুললেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। তিনি এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। যদি রাশিয়া এই অভিযোগকে একেবারে অস্বীকার করেছে। তারা বলছে যে ইউক্রেন এটাকে সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তাদের দেশকে একেবারে ভেঙে ফেলে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত রাশিয়া। রাশিয়া এই কাজ করছে তাদের নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য। আগে যেমন জার্মানকে ভাগ করে পূর্ব জার্মানের ওপরে বলপূর্ব ভোগ দখল করতে শুরু করে দিয়েছিল রাশিয়া আবার সেই রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাইছে। রাশিয়া আধিপত্যকে আবার আগেকার মতো অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার গোপন ইচ্ছা পোষন করছেন পুতিন। জেলেনস্কি অভিযোগ করেছেন, রাশিয়া আর সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই রকম যুদ্ধাপরাধ ঘটেনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

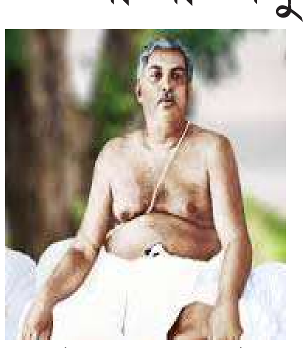

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ। ঠাকুর অনুকূল বলেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে বিশ্বের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলার দোল উৎসবের সঙ্গে বৃন্দাবনের হোলি উৎসবের পার্থক্য থাকলেও তা কৃষ্ণ সাধনারই অঙ্গ

রবীন্দ্র কুমার শীল

পাওয়া যায়। আবার নবদ্বীপের দোলের সঙ্গে বাংলার বিপ্লববাদের চিহ্ন পরিস্কার। নবদ্বীপে হোলি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন চৈতন্যদেব সমাজ পরিবর্তন করতে। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের একটি উৎসবে অংশ গ্রহণ করে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি এই উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। বৃন্দাবনের হোলির মধ্যে রয়েছে শৃঙ্গার রস। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখীদের সঙ্গে রং এর খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবনের হোলি হচ্ছে উৎসব মাত্র। সেখানে কোনও সমাজ পরিবর্তনের দিশা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে এই হোলি উৎসবে সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারতো। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে ক্ষত্রিয়, শূদ্ররা এই হোলি উৎসবে অংশ গ্রহণ করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাকতো। সেখানে কোনও রকম রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু নবদ্বীপের হোলির মধ্যে রয়েছে চৈতন্যদেবের সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা। চৈতন্যদেব বাংলার সমাজকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তন্ত্র সাধনা থেকে বাংলাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। পুরোহিততন্ত্র থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি বৃন্দাবনের হোলি উৎসবকে বাংলায় নিয়ে একটি আলাদা মাত্রা দান করলেন। তাঁর পার্ষদেরা সবাই হোলির দিন নগরে সংকীর্তন করে রংএর খেলায় অংশ গ্রহণ করতো। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল গোটা নবদ্বীপ জুড়ে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা ভয় পেয়ে নদিয়া ত্যাগ করেছিল। তারা তখন মুর্শিবাবাদে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। চৈতন্যদেব কোনও ধর্মের ওপরে আঘাত দেওয়ার জন্য নবদ্বীপে হোলিকে নিয়ে আসেননি। তিনি বাংলা থেকে তন্ত্র সাধকদের বিতারিত করতেই বৃন্দাবনের হোলিকে বাংলায় নিয়ে এসে উপস্থিত করান। তবে বাংলায় প্রথম হোলির সূচনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কবি জয়বেদের আমল থেকেই। তখন হোলি উৎসব শুধু মাত্র রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। সেখান রাজ পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে রাজন্যবর্গদের নিয়ে দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতো। মহিলারা ঘরে মধ্যে থেকে রং খেলায় নিজেদের আবদ্ধ করে প্রাণের পরশ বিতরণ করে থাকতো। চৈতন্যদেব মনে করেছিলেন হোলিকে যদি দোল উৎসবে বাংলায় পরিণত করা যেতে পারে তাহলে তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ার আরও শক্তিশালী হবে। সেই কারণে তিনি বৃন্দাবনের হোলি বা দোলকে বাংলায় নিয়ে এসে উপস্থিত করান। নবদ্বীপের রাস্তাঘাটে সংকীর্তনে মোড়কে মুড়ে ফেলেছিলেন। 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'সংকীর্তনে নবদ্বীপের রাস্তাঘাট একেবারে মুখোরিত করে দিয়েছিল। নবদ্বীপের হোলি বা দোল চৈতন্য অস্ত্রে পরিণত লাভ করে। চৈতন্যদেবর দোলের দিনে নগর সংকীর্তন বের করে যত তন্ত্র সাধক, অত্যাচারি কাজি বাড়ির সমানে গিয়ে খোল করতাল বাজিয়ে রং খেলার আয়োজন করতেন। নবদ্বীপের কাজি দলন দোলের সময়ে হয়েছিল। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের এই ধর্মীয় আচরণ দেখে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল রক্ষণশীপন্থীরা। তারা নবাব হুসেন শাহের কাছে চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও চৈতন্যদেবের পার্ষদদের শান্ত করতে পারেনি। চৈতন্যদেবের হোলি বা দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন রুপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এবং জীব গোস্বামী থেকে শুরু করে সব পদাবলীকাররা। চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে 'চৈতন্য ভাগবতে'র রচয়িতা বৃন্দাবন দাসও দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তখন নবদ্বীপের দোল উৎসব বাংলার বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। বাংলার সমস্ত স্তরের লোকেরা নবদ্বীপে এসে চৈতন্যদেবের সংকীর্তন অংশ গ্রহণ করে দোল উৎসবে যোগদান করতো। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন না। তিনি শুধু মাত্র কপালে একটু রংয়ের স্পর্শ গ্রহণ করতেন। বসন্ত কালে দোল উৎসব আয়োজন করা পিছনে ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণ রয়েছে। বসন্ত কালে প্রকৃতিতার রূপের প্রকাশ ঘটায়। বসন্ত কালে পলাশ ফুল থেকে শুরু করে বহু রকমের ফুলের অপূর্ব শোভা বিকশিত হতে থাকে। আসলে বসন্ত কাল হচ্ছে প্রকৃতির সাজার সময়। এই সময়ে প্রকৃতি নিজেকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করতে ভালোবাসে এবং মানুষদের মুগ্ধ করে থাকে তার সৌন্দর্য দিয়ে। মানুষও অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। মানুষ নিজেদের জীবনকে নানান রংয়ে সজ্জিত করে দোল উৎসবকে আরও রমণীয় করে তোলে। যেখানেই রাধা কৃষ্ণ প্রেম আখ্যান প্রসার লাভ করেছে সেখানেই কিন্তু দোল বা হোলি উৎসব গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মিথিলাতে কবি বিদ্যাপতি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেখানকার রাজসভার কবি ছিলেন। তিনি সেখানে দোল বা হোলি উৎসবের আয়োজন করতে বেশ পচ্ছন্দ করতেন। তবে এই উৎসব তখন শুধু মাত্র রাজবাড়ির অন্দরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তা পৌঁছাতে বহু সময় লাগে। কিন্তু নবদ্বীপের দোল যাত্রা অতি সহজেই সাধারণ মানুষের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল চৈতন্যদেবের আগ্রহে। তিনি বলেছিলেন, দোলকে সবার দ্বারে গিয়ে উপস্থিত করাতে হবে। দোল দিয়ে বাংলার তন্ত্র সাধনা বা পুরোহিত তন্ত্রকে পরাস্ত করার প্রয়োজন। মানুষ সবাই সমান। মানুষের কোনও ভেদাভেদ নেই। সবার অধিকার রয়েছে উৎসবে অংশ গ্রহণ করার। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব পালন করার সম্মতি দান করেছিলেন। তিনি দোল নিয়ে বেশ কয়েকটি গানও রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য গান হলো- খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল'। এই গান গেয়ে আজও বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা দোল উৎসব বা বসন্ত উৎসবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বাদ যায় না রবীন্দ্রভারতী। রবীন্দ্রনাথের দোল উৎসব একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। তিনি 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' সঙ্গীতে মাতোয়ারা না হয়ে একেবারে ভিন্ন স্বাদের দোল উৎবের আয়োজন করেছিলেন বিশ্বভারতীতে। তিনি বেশ কয়েকটি নৃত্য গীত রচনা করে যান দোল উৎবকে কেন্দ্র করে। সেই সব নৃত্যগীত শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব বা দোল উৎসবে পরিবশন করা হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে এইগুলি বাংলার সম্পদ। সেখানে কোনও ধর্মীয় গুরু বা দেবদেবীর নাম উচ্চারণ হয় না। শুধু মাত্র প্রাণের পরশের বন্ধন তৈরি করতেই শান্তিনিকেতনের দোল উৎসবের সূচনা।

বৃন্দাবনের দোল উৎসব ধর্মীয় ভাবাবেগে মণ্ডিত

বৃন্দাবনের দোল উৎসবে একেবারে ধর্মীয় উৎসব বলা যেতে পারে। রাধাকৃষ্ণকে সমানে রেখে সেখানে দোল উৎসবের আয়োজন করা হয়। রাধাকৃষ্ণ পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। নাড়ু থেকে শুরু করে মটর কড়াই, ঘিপোয়া বিভিন্ন পদসহ নানা রকম ফলমূল দিয়ে রাধাকৃষ্ণ আরতির আয়োজন করা হয়ে থাকে। বৃন্দাবনের সর্বজনীন দোল শুরু হওয়ার আগে রাধাকৃষ্ণ সর্বাগ্রে দোল খেলেন। তারপরে সেখান সবার মধ্যে দোল উৎসব বিস্তার লাভ করে। বাংলায় কৃষ্ণনগরের রাজা নবকৃষ্ণদেবও দোলযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতেন। এখনও কৃষ্ণনগরে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি রয়েছে। আগেই বলেছিলান যে এক সময়ে চৈতন্যদেবের ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে নবদ্বীপে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসীরা বসবাস করতে ভয় পেতে শুরু করেছিল। তারা তখন নদিয়া ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে বসবাস করতে থাকে। তার ফলে নবদ্বীপে কৃষক শূন্য হতে শুরু করে দিয়েছিল। গ্রাম বাংলার অধিকাংশ কৃষকেরাই ছিল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ। চৈতন্যদেব তাদেরকে অভয় দিয়ে বলতে শুরু করলেন যে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলে ঈশ্বরের নামগান করা সম্ভব হবে। জোর করে ধর্মান্তিরত করার পক্ষে ছিলেন না চৈতন্যদেব। তিনি মনে করতেন ধর্মাচরণ হচ্ছে স্বাধীন। যে ধর্মের প্রতি আসক্তি তিনি সেই ধর্ম স্বেচ্ছায় পালন করতে পারেন। জোর করে তিনি কাউতে ধর্মান্তরিত করতেন না। সেই কারণে আরা দেখতে পেলাম যবন হরিদাস ইসলাম হয়েও তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুতে পরিণত হন। কৃষ্ণ সাধনায় মত্ত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, কৃষ্ণ নাম করতে গেলে কোন জাত লাগে না। কোনও বর্ণ লাগে না। কোনও ধর্ম লাগে না। সবাই কৃষ্ণ নামের অধিকারী। কৃষ্ণনাম করার জন্য কারোর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি কৃষ্ণনামকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সব ধর্ম বিশ্বাসী মানুষকে অভয় দান করেছিলেন দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করলে জাত যায় না। সংকীর্তনে বা দোলে কোনও রকম অধর্মীয় আচরণ হয় না। কৃষ্ণনাম করলেই সব পাপ একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। পবিত্র মানুষ হিসাবে তিনি তখন নিজেকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। চৈতন্যদেবের এই অভয়বানী শুনে পরে বহু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে আবার নিজেদের ভিটে মাটি নদিয়ায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। নবদ্বীপের দোলের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের রূপ রেখা দেখতে পাওয়াা যায়। কিন্তু বৃন্দাবনের দোলে কোন সমাজ পরিবর্তনের দাগ নেই। সেখানে রাধাকৃষ্ণ প্রেমই বড় কথা। বাংলার দোল উৎসবের ইতিহাস রয়েছে। চৈতন্যদেবের দোল যাত্রার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের দোল যাত্রার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। নবদ্বীপের দোলে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' সংকীর্তনের সুর শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্বভারতীতে দোল উৎসবে কোনও ভাগবত প্রেমের কথা উল্লেখিত হয় না, সেখানে শুধু 'জীবন দেবতা'কেই মান্যতা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ দোল যাত্রাকে নব রূপে উপস্থাপিত করলেন। একেবারে লোক সংস্কৃতির আঙ্গিকে তিনি দোল যাত্রার সঙ্গীত আবহকে সৃষ্টি করলেন। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে দোল যাত্রার জুড়ে দিয়ে নতুন আনন্দ ধারার বার্তা বহন করে নিয়ে এলেন বাংলায়। তার ফলে সেখানে নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবনের কোনও ধর্মীয় আবেগ দেখা দিল না। শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্রভারতীতে দোলযাত্রা নতুন আঙ্গিকে প্রবেশ করে সর্বত্র জনপ্রিয় হতে শুরু করে দিল। এখানেই দোল যাত্রার আধুনিক রূপটা ধরা পড়ে। ব্রহ্মার দোল উৎসব না বলে তাকে বসন্ত উৎসব বলে গ্রহণ করেছে। প্রকৃতির পুজো করের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রাহ্মরা। সেখানে কৃষ্ণ রাধার উপস্থিতি একেবারে নেই বলা যায়।

বাংলায় তন্ত্র সাধনার অবসান ঘটিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার আনলেন চৈতন্যদেব

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলার নবজাগরণের প্রথম পুরুষ চৈতন্যদেব। তিনি ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুনি পূর্ণিমায় জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁকে দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। তাঁরে দেহের রমণীয় শোভা দেখে সবাই তাঁকে 'গৌরাঙ্গ' বা 'গোরা' বলে ডাকতে শুরু করে। চৈতন্যদেবের জন্মের আগে মাতাময়ী শচী দেবীর কয়েকটি সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই নবজাতকের নাম রাখা হয়েছিল নিমাই (নেই মা যার)। তাঁর ভালো নাম ছিল বিশ্বম্ভর। এই নাম রেখেছিলেন তাঁর দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তী। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয়েছিল 'চৈতন্য' বা 'কৃষ্ণচৈতন্য'। চৈতন্য সমতুল্য বাঙালি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিও ছোটবেলায় তিনটি নামে ভূষিত ছিলেন। বাল্যকালে চৈতন্য অত্যন্ত মেধাবি এবং দুরন্ত ছিলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এবং সেই সময়ে তিনি নবদ্বীপে একটি সংস্কৃত টোল খুলে সংস্কৃত পড়াতে শুরু করেন। প্রথম যৌবনে তিনি নিজের নির্বাচিত কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। চৈতন্যদেবই প্রথম যিনি প্রচলিত রীতি ভেঙে নিজের পচ্ছন্দের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। চৈতন্যের প্রথম বিবাহ হয়েছিল গরিব ঘরে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যু হলে তারপরে তিনি মায়ের ইচ্ছাতে বিবাহ করেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কিন্তু সংসারে তাঁর মন বসলো না। নবদ্বীপের সেই সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন হরিদাস এবং নিত্যানন্দ। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভাগবত প্রেমে মেতে উঠলেন। পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়াতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হলো। তাঁর কাছ থেকে চৈতন্যদেব গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা

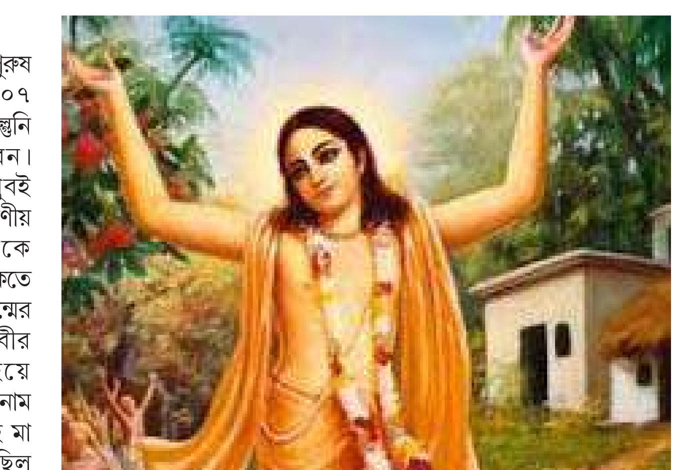

গ্রহণ করলেন। তিনি ভক্তি ভাবাবেগে নিজেকে নির্মিত করতে শুরু করলেন। কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করলেন। নিমাই, গৌর গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর এবারে রুপান্তরিত হলো চৈতন্য রূপে। চৈতন্য নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন। নীলাচলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পুরীতে থাকার সময়ে তাঁর মহিমা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো সারা ভারতবর্ষে। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বৈত সত্ত্বার অপূর্ব ব্যাখ্যা দিলেন- 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।' জীবনের শেষ আঠারো বছর ঈশ্বর প্রেমে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন। ১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথির পর চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে। চৈতন্যের তিরোভাবের আগেই তাঁকে নিয়ে সংস্কৃত এবং বাংলাতে পদ রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটি নাটকের রচয়িতা ছিলেন 'বঙ্গদেশীয় বিপ্র' । নাটকটি পাওয়া যায়নি। তবে এর হদিশ পাওয়া গিয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। আর একটি নাটক লিখেছিলেন কবি কর্ণপুর পরমানন্দ দাস। নাটকটির নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। নাটকটি পুরীতে লেখা হয়েছিল। সেই সময়ে পুরীর রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র। তাঁর অনুরোধে এই নাটকটি লেখা হয়েছিল।

মধ্যযুগে বাংলায় কোনও নাটক লেখা হয়নি চৈতন্যকে নিয়ে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় নাটক লেখা হয়েছে চৈতন্যকে নিয়ে। সংস্কৃতে প্রথম জীবনী নাটর রচনা করেছিলেন মুরারি গুপ্ত। চৈতন্যকে নিয়ে প্রথম বাংলার সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য। পুরীতে চৈতন্যদেবের ভক্তদের সামনে এই নাটকটি করা হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে অদ্বৈত আচার্যের সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি ছিলেন চৈতন্যের অভিভাবক এবং বন্ধু। শাসনও করতেন আবার ভালোবাসতেন। তিনি চৈতন্যের নবদ্বীপ জীবনের বড় সাক্ষী ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য পদ রচনা করেছেন। তিনি কোনও নাটক রচনা করেননি। নবদ্বীপে চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করলেন, বড় হলেন, মহামানব হলেন ঈশ্বর বলে গণ্য হলেন।। কিন্তু তাঁকে নিয়ে নবদ্বীপের বা নদীয়ার কোনও পণ্ডিত তাঁর জীবনী রচনা করেননি। তাঁর জীবনী রচনা করেছেন বর্ধমান জেলার পণ্ডিত। বৃন্দাবন দাস ছিলেন দেনুড়ের লোক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন ঝামটপুরের লোক। লোচন দাস কেতু গ্রামের লোক। জয়ানন্দ ছিলেন আমাই পুরের গ্রামের লোক। নবদ্বীপে কেউ কেউ বাংলায় চৈতন্য পদ রচনা করেছিলেন বটে। তবে তারা চৈতন্যকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে চৈতন্যলীলার চেয়ে কৃষ্ণলীলা বড় হয়ে গিয়েছিল।

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীতে জোড়াসাঁকোর বসন্ত উৎসবের প্রভাব

বিশেষ প্রতিবেদক

জোড়াসাঁকোর তেতলার বারান্দার আড্ডায় সেদিন সংস্কৃত নাটক পাঠ করছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বসন্ত উৎসবের বর্ণনা পড়তে পড়তে তাঁর মনে হল কী সুন্দর ছিল সেকালের বসন্ত উৎসব, যেন হৃদয়ের হোরিখেলা। তিনি সবাইকে বলেন, দেখো আমরা এমন প্রাণ খুলে আবির মাখতে পারি না কেন? দিশি রীতির এই উত্‌ঞ্চসবকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না? কাদম্বরীও উৎসাহে মেতে উঠলেন, কেন পারব না, আমাদের উঠোনেই বসন্ত ডৎসব করলে হয়, কিংবা পাশের বৈঠকখানা বাড়ির আঙিনায়। তা হলে গুণোদাদাকে খবর পাঠানো হোক, স্বর্ণ বললেন, দু'বাড়ির ভাইবোনেরা মিলে দারুণ মজার বসন্তখেলা হবে। এ-সব ব্যাপারে গুণেন্দ্রনাথের বরাবর খুব উৎসাহ। দু'বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে আগেও তিনি হিন্দুমেলা বা নবনাটকের আয়োজনে মেতে উঠেছেন। যদিও জোড়াসাঁকোর দু'বাড়ির মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মনোমালিন্য লেগেই ছিল। তবু সে-সব গায়ে না মেখে গুণেন্দ্র এবারেও মহানন্দে বসতবাড়ির ভাইবোনদের সঙ্গে উৎসবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ধর্ম নিয়ে দু'বাড়ির বিভেদ হলেও ছেলেমেয়েদের মনের টান রয়ে গেছে। বসন্তসন্ধ্যায় রঙিন আলোয় আর আবিরে বৈঠকখানা-বাড়ির বাগান হয়ে উঠল নন্দনকানন। পিচকারিতে রংখেলাও বাদ রইল না। বসন্ত উৎসবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও আমন্ত্রিত। অক্ষয় ও শবৎকুমারী এমন সমাবেশে পুলকিত হয়ে নিজেরা পরস্পর রং মাখাচ্ছেন। কাদম্বরী সেজেছেন সেকালিনীর মতো। বেলফুলের মালা জড়ানো কবরীতে পিন করা জর্জেটের ওড়না, হাতে মাধবীলতার কঙ্কণ, গলায় মাধবীমালা, কানেও ঝুমকোর মতো একগুচ্ছ মাধবীফুল। তাঁকে দেখে জ্যোতিও মুগ্ধ হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ডাক দিলেন, অয়ি মাধবিকা কুসুমনন্দিতা!

কাদম্বরীও হাত বাড়িয়ে জ্যোতির

সাদা জামায় আবির ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওহে আবিরলাঞ্ছিত যুবা, এসো আমরা বসন্তের আবাহন করি। কন্দর্পনিন্দিত জ্যোতিরিন্দ্র ও অপরূপা কাদম্বরীর এই কৌতুকনাট্য সকলেই মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন, তাঁরা যেন এই লৌকিকস্তর থেকে উর্ধ্বে কোনও মায়াজাল রচনা করেছেন বাগানে। একটু পরেই আবার সে-দৃশ্য ভেঙে আর-একটি দৃশ্যের জন্ম হয়। যেন নাটকের পালাবদলের মতো এক-এক টুকরো কথা, সংলাপ, ভঙ্গি, দৃশ্য ছড়িয়ে পড়তে থাকে বসন্তের বাগানে। একসময় বিহারীলাল অঞ্জলিভরা আবির নিয়ে এগিয়ে আসেন কাদম্বরীর দিকে। আঙুলে করে গুঁড়ো গুঁড়ো লাল, সবুজ, গোলাপি বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে দিতে থাকেন কাদম্বরীর মাথায়, গায়ে, সারা শরীরে। কাদম্বরীও কিশোরীর উচ্ছ্বাসে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ভিজতে থাকেন সেই আবির বর্ষণে।'' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বসন্ত উৎসবের যে আয়োজন করে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে দিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে শৈশব কালে যে রকমভাবে বসন্ত উৎসব হতো তারই ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। আজকে বাংলায় বসন্ত উৎসব সর্বত্র পালিত হচ্ছে। সুনাম অর্জন করেছে বসন্ত উৎসব। দোল উৎসবকে মার্জিত করে ঋতুরাজ বসন্ত উৎসবকে সার্বিক রূপ দিতে কবিগুরু স্বয়ং বেশ কয়েকটি গান রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই সব গানগুলি বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রভারতীর ছেলে মেয়েরা পরিবেশন করে থাকে নৃত্যের সঙ্গে। কবিগুরু বসন্তকে আহ্বান করে যে গানটি রচনা করেছিলেন তা আজও বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হয়ে নৃত্যের সঙ্গে পরিবেশন করে থাকে-''এসো হে, এসো হে এসো আমার বসন্ত এসো,'' । বিশ্বকবি তাঁর 'বসন্ত' নাটিকাটি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই গানটি আবার রবীন্দ্রভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসব উদযাপন করা দিন নৃত্য সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। ভারতীয় সস্কৃতির ধারাকে ধরে রেখে দিতে সক্ষম হয়েছে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। একটি হচ্ছে বিশ্বভারতী এবং তারপরে হচ্ছে রবীন্দ্রভারতী। দুই বিশ্ববিদ্যালয় একই রকমভাবে বসন্ত উৎসব পালন করে থাকে। কারোর সঙ্গে কোনও তফাৎ সেখানে দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। বিশ্বের আর কোনও কবির নামকে স্মরণ করে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম কবিগুরু। তাঁর সঙ্গীত আজকে দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত। বাংলাদেশেও বসন্ত উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। সেখানে কবিগুরু গান -'ওরে গৃহবাসী খোল খোল দ্বার খোল লগলো যে দোল' গানের সুর শুনতে পাওযা যায়।

শ্রীমন মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশনকে ঘিরে সাজে সাজো রব ধামেশ্বর মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৩ মার্চ ঃ দোল পূর্ণিমায় মহাপ্রভু মন্দিরের উৎসব বড় মায়াময়। এখানে প্রতিদিন তিনি দেবতা। কেবল মাত্র একটি দিন দেবতার ঊর্ধে তিনি সকলের প্রিয়। সারা বছর তিনি আপামর ভক্তের ধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু, শ্রীচৈতন্য। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে তিনি সে সব কিছুই নন। জগন্নাথ পত্নী শচী মাতার কোল আলো করা সদ্যজাত শিশু নিমাই। পরনে লাল চেলি, হাতে চুষিকাঠি। চারপাশে ছড়ানো ঝিনুক-বাটি, ঝুমঝুমি। ভক্তিতে নয়, সেদিন অপত্য স্নেহে সিক্ত তিনি। পণ্ডিতেরা বলেন, ১৪৮৬ সালের দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় জন্ম নিলেন গোরাচাঁদ। সেই স্মৃতিকে স্মরণে রাখতে বৈষ্ণবসমাজ দোল পূর্ণিমাকে বদলে দিলেন গৌরপূর্ণিমায়। চৈতন্যজন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর পরেও চৈতন্যধামে দোলের দিন তাই শুধুই মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব। মহাপ্রভুর মন্দিরে, জন্মস্থানে এদিন আবির কুমকুম নয়, প্রস্তুত থাকে সুগন্ধি অভিষেক বারি, পঞ্চামৃত। দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠলেই বেজে ওঠে শতেক শাঁখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা। শুরু হয়ে যায় মহাভিষেক। চৈতন্য বিগ্রহের প্রতীক হিসেবে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে পূজিত 'রাজরাজেশ্বর' শিলাকে ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করানোর পর ষোড়শোপচারে হয় অভিষেক বা অন্য 'জাতকর্ম'। গৌরাঙ্গদেবকে পরানো হয় শিশুর চেলি। সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় কীর্তন থেকে আরতির

সুর। নাটমন্দিরের নহবত খানার সানাই আলাপ জমায় বসন্ত রাগে। লালচেলিতে শিশু সাজে ধামেশ্বর মহাপ্রভুর দুর্লভ দর্শনে ভক্তেরা আসেন শিশুর খেলনা নিয়ে। খাদ্য তালিকায়, তরকারি থেকে মিষ্টি সবই ৫৬ রকম করে। রূপোর থালা - বাটি গ্লাসে থরে থরে সাজানো সে সব। প্রায় দু'কুইন্টাল অন্ন চূড়ো করে সাজানো। চারপাশে ভিড় করে আছেন হাজারো মানুষ। খাদ্যের সুঘ্রাণ, ধূপের সুগন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে আরতির কীর্তনের সুর। নব বসন্তে মহাপ্রভুর আরতির পদ ভালি গোরাচাঁদের আরতি বাণী সুর বদলে গাওয়া হচ্ছে বসন্ত রাগে। তিনি এলেই তো বসন্ত আসে। কস্তূরী- চন্দন- অগুরু-ধূপের গন্ধে ম'ম' করছে নাটমন্দির। সাদা পর্দা দিয়ে ঘেরা নাটমন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে একে একে সাজানো হচ্ছে ছাপ্পান্ন ভোগ। নামে ছাপ্পান্ন ভোগ হলেও অন্ন, পরমান্ন, পুষ্পান্ন, মিষ্টান্ন, তরি-তরকারি, ভাজা, পুরি, নিমকি, চাটনি সব মিলিয়ে পদের সংখ্যা কয়েকশো। আর হবে নাই বা কেন? স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন বলে কথা। তাই এই রাজসূয় আয়োজন নবদ্বীপের মহাপ্রভু বাড়িতে। এই মন্দিরেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবিত মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সেবা পুজো হয়ে আসছে কয়েকশো বছর ধরে। একমাত্র এই মন্দিরেই মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন উৎসব পালন করে থাকেন সেবাইত গোস্বামীরা। তাঁরাই বহন করে চলেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উত্তরাধিকার। পুরুষানুক্রমে গোস্বামীরা এই উৎসব পালন করে আসছেন।

পুলিশি অভিযানে একাধিক অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডার সহ গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযানে অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডার সহ গ্রেপ্তার ১। দীর্ঘদিন থেকেই অভিযোগ আসছিল বাগডোগরা ভুজিয়াপানি কলকাতা রোডে এক ব্যক্তি অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডার মজুদ করে তা বিক্রি করতো। এই ঘটনার তদন্তে নেমে শনিবার দুপুরে বাগডোগরা ভুজিয়াপানি কলকাতা রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৩ বছর বয়সী প্রেম কুমার দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তল্লাশি চালালে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১৭ টি বড় গ্যাস সিলিন্ডার এবং ৯ টি ছোট গ্যাস সিলিন্ডার। ধৃত ব্যক্তি বাগডোগরা ভুজিয়াপানি কলকাতা রোডের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন থেকে এই গ্যাস সিলিন্ডার গুলি অবৈধভাবে মজুদ করে তিনি বিক্রি করতেন বলে জানা গেছে। ধৃত ব্যক্তিকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ।

খড়গপুরে বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি হিরণের

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ২৪ মার্চ ঃ ভোটের আগে বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়ায় খড়গপুরে। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর এলাকার ধানখেত থেকে উদ্ধার করা হয় বিজেপি কর্মীর রক্তাক্ত দেহ। সেই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। মৃতের নাম শান্তনু ঘোড়ুই, বয়স ৩২। খড়গপুর থানার অন্তর্গত পপোরারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়বাসি এলাকার বাসিন্দা তিনি। তিনি ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের পিংলা বিধানসভা ৬ / ২ পপোরারা অঞ্চলের ৮০ নম্বর বুথের কার্যকর্তা ছিলেন শান্তনু ঘোড়ুই। পরিবারের অভিযোগ, বিজেপি করার অপরাধে তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। তাঁকে খুন করেছে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী বলে দাবি পরিবারের। রবিবার সকালে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। সেই সঙ্গে তিনি অভিযোগ তোলেন পুলিশ নাকি এফআইআর নিতে অস্বীকার করে। এখানেই শেষ নয়, তিনি এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত দাবি করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে তিনি ফেসবুকে লাইভও করেন। তিনি সমাজ মাধ্যমে লেখেন, শাসকদল হয়তো ভুলে যায় এ বাংলা কবিগুরুর বাংলা হলেও নেতাজীর ও বাংলা। সময় বদলাবে, বাংলাও বলদাবে, তৃণমূলী হার্মাদ রাও নিশ্চিহ্ন হবে।

রবিবার প্রচারে ঝড় তুলে দিলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা এদিন সকাল থেকেই প্রচারে বেরিয়ে পড়েন মনোজ টিগ্গা । এদিন প্রথমে উত্তর জিপুর এলাকায় প্রচার চালান পরবর্তীতে নর্থপয়েন্ট বাজার ও আলিপুরদুয়ার রেল বাজারে প্রচার সারেন বাজারে আসা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সাথে কথা বলেন। এছাড়া মাছের দর করতে দেখা যায় এদিন প্রার্থীকে। পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ার জংশন বসন্ত উৎসবে অংশগ্রহণ করেন এবং শিশুদের সাথে রঙ ও খেলেন। এরপর আলিপুরদুয়ার চেকো এলাকায় ও বঞ্চুকামারি এলাকায় প্রচার চালান বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা।

মেদিনীপুরে সাঁকো মেরামতির দাবিতে পথ অবরোধ, স্থানীয়দের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৪ মার্চ ঃ দাসপুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠের সাঁকোর ভয়াবহ পরিস্থিতি, প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা, বারে বারে প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। দ্রুত সাঁকো মেরামতের দাবিতে রবিবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন গ্রামবাসীরা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর এক নম্বর ব্লকের পাইকান বোয়ালিয়া এলাকায় ভসড়া খালের উপর অবস্থিত দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল কাঠের সাঁকো। দুই জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কয়েক হাজার মানুষ দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বেহাল কাঠের সেতুর বেহাল অবস্থা নিয়ে চরম ভোগান্তিতে ভুগছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এই সাঁকো দিয়ে প্রতিদিন হাজারও মানুষ পারাপার করে। এমনকি বাচ্চাদের স্কুল যেতে গেলেও এই সাঁকো দিয়েই পারাপার করতে হয়। সেতুর মধ্যে থাকা বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে গিয়েছে কাঠের পাটাতন। খালের একপ্রান্তে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার গোপালহাজরা, সাহারাজপুর, চকগোপাল, অন্যদিকে ওপর প্রান্তে রয়েছে দাসপুরের পাইকানবোয়ালিয়া। অভিযোগ, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যেতে হয় প্রত্যেককেই। কয়েকদিন আগেই এই কাঠের সাঁকো পার হতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আহত হয় এক শিশু। আগেও সাঁকো পারাপার করতে গিয়ে একাধিক গ্রামবাসী জখম হয়েছে। প্রশাসনকে বারবার জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন।

ডাবগ্রামে বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ ডাবগ্রাম ১ নাগরিক মঞ্চের তরফে বসন্ত উৎসব উদযাপন। রবিবার শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন রাজ ফাপরি এলাকায়

একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বসন্ত উৎসব অর্থাৎ রঙের উৎসব উদ্যাপন করা হয়। এই উৎসবে এলাকার বিভিন্ন ভাষাভাষীর এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় মানুষেরা অংশগ্রহণ করে। তাদের বিভিন্ন ঐতিহ্য পোশাক পড়ে নৃত্য পরিবেশণের পাশাপাশি বসন্তের উৎসবে মেতে ওঠে। আজ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি লোকসভার প্রার্থী নির্মল রায়। তিনি গান গেয়ে শোনান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ্য মহুয়া গোপ এবং প্রাক্তন কর্মাধক্ষ্য দেবাশীষ প্রামানিক সহ গৌতম গোস্বামী উপস্থিতিতে বসন্ত উৎসব পালিত হয় ।

বামেদের দেওয়াল লিখন হয় মানুষের মনে, শ্যামলী প্রধান

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ মার্চ ঃ বাম প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হতেই প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছেন বাম প্রার্থী। বোলপুর, ইলামবাজারে তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালের দেওয়াল লিখন ছাড়া অন্যদলের লিখন সেভাবে চোখে পড়লো না। তবে রবিবার নানুরে প্রচারে নেমে বাম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান বলেন, আমরা নিজেরা নিজেদের সততার প্রতীক বলি না। মানুষ আমাদের কথা বলে। তাঁদের মনেই আমাদের দেওয়াল লিখন। তাই দেওয়াল কতটা দখল থাকলো সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই। আমরা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন করি। মানুষের কাজ, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আমাদের মূল ইস্যু। একুশের বিধানসভা আর চব্বিশের লোকসভা এক নয়। এবার মানুষ দেখতে পাচ্ছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার কিভাবে দুর্নীতি করেছে। তাই আমরা শূন্য এই পরিসংখ্যান আমাদের থামাতে পারবে না। আমরা মানুষের কথা বলবো। এছাড়াও শ্যামলী প্রধান বলেন, জাতীয় ইস্যু এনআরসি নিয়ে আমাদের বক্তব্য পরিস্কার। আমরা সবাই দেশের নাগরিক। আমাদের এন আর সি বা সিএএ দরকার নেই। ভোটে জিতলে এই কথায় সংসদে বলবো। আমাদের সততা কী দেখতে পাবেন ইলেকটোরাল বণ্ডে কে কতো টাকা ঘুষ নিয়ে দেশের সঙ্গে বেইমানি করেছে, মানুষের সাথে বেইমানি করেছে। বোলপুর (৪১) লোকসভায় এক সময়ের সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আসনে শ্যামলী প্রধান অনেক আশাবাদী। ২০১৬ সালে নানুর বিধান সভায় ৫০.০৭ ভোট পেয়ে তৃণমূল বিধায়ক গদাধর হাজরাকে পরাজিত করেন সিপিএমের শ্যামলী প্রধান। ২৫,৭৩০ ভোটে জেতেন তিনি । কিন্তু সেবছর

বামেদের জয়ের এক্স ফ্যাক্টর ছিল কাজল সেখ। অনুব্রত ও কাজল সেখের দ্বৈরথে আখেরে লাভ হয়েছিল সিপিএমের। এবার সেটি হওয়ার আশা কম। অন্যদিকে, ময়ুরেশ্বর বিধানসভায় ২০১১ সালে তৃণমূলের ঝড়ে সিপিএম প্রার্থী অশোক রায় প্রায় ৭ হাজার ভোটে তৃণমূল প্রার্থী জটিল মণ্ডলকে হারাতে সমর্থ হন। সে বছর দুঁদে ভূমি পুত্র বিজেপি প্রার্থী দুধ কুমার মণ্ডল দাঁড়ালেও, বিজেপির ভোট ৭ শতাংশের বেশি ঘাটতি হয়ে তৃতীয় স্থান দখল করে। তাই এবার একটু আশাবাদী। তবে ইলামবাজার ব্লকে লাল ঝাণ্ডা কতটা উচ্ছ্বাসে উড়বে, সেটা চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বলবে। বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা বলেন, এবার বিজেপি বামেদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। একইভাবে তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল বলেন, শেষ হাসি তৃণমূল হাসবে। উন্নয়ন শেষ কথা বলবে।

খুব শীঘ্রই জোট নিয়ে সমস্যা মিটবে, মালদায় বললেন আশাবাদী বিমান বসু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ মার্চ ঃ জোট নিয়ে জট কাটছেই না, এমতাবস্থায় ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন বাম নেতা বিমান বসু। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মালদা জেলার দু'টি লোকসভা কেন্দ্র কংগ্রেসের হাতে

ছাড়ছে বামেরা। রবিবার মালদায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন বিমান বসু। মালদার ২ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে না বামেরা। কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রচার করবে বাম নেতৃত্ব। মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে কর্মীসভা শেষে বললেন বিমান বসু। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বলেন, মালদায় প্রার্থী আমাদের নেই কিন্তু প্রার্থী আছে। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিজেপি নামক অশুভ শক্তি, তার সঙ্গে টিএমসি নামক যে এক মিথ্যাচারী শক্তির মিলন, এর বিরুদ্ধে যারাই লড়াই করতে চাই আমরা তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাই। বিমানবাবু আরও বলেন, কংগ্রেস যখন ওই দুই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় তাদের সাথে বোঝাপড়া হয়েছে, মানে এই মালদা উত্তর ও দক্ষিণে। দুইটি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে। ফলে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে ঈশা খানই হোক আর মুস্তাক আলমই হোক তাদের পক্ষে জনগণের মধ্যে প্রচার করব। রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিমান বসু বলেন, তৃণমূল হচ্ছে বিজেপির তোষণকারী। তৃণমূল-বিজেপি দেশের মানুষকে নানান ভাবে বিরক্ত করতে চাইছে। যে ইলেকট্রল ভোট রয়েছে সেই ইলেকট্রাল বন্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃণমূল পার্টি একটি রিজিওন্যাল পার্টি হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টি থেকে বেশি অর্থ পেয়েছে। তারা একটা ব্যাপক অর্থ পেয়েছে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে পরিচালনা করা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সংস্থা থেকে। সম্ভবত ৪ শো ৪৪ কোটি টাকা। তাই তারা জনগণের ওপর অতিরিক্ত সার্চ চার্জ বাড়াচ্ছে। তাই মানুষের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই কথাগুলোই বলতে চাই। আর তৃণমূল বিজেপি মানুষের বন্ধু না। মোদীর গ্যারান্টির বিরুদ্ধে তৃণমূল যে গ্যারান্টি দিচ্ছে সব গ্যারান্টি হচ্ছে মানুষের মধ্যে চুপষে যাবে। দেশকে চরম পরিণতি দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কারণ সেটাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের দর্শন। কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে বিমান বসু বলেন, মালদায় ২ টি আসনে বামপন্থীদের দায়িত্ব হবে জয় যুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কেজরিওয়ালকে গ্রেফাতার প্রসঙ্গে বিমান বসু বলেন, খুব খারাপ ভাবে নিয়েছি। মানে ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশনের মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হওয়ার পর সমস্ত কিছুই নির্বাচন কমিশনের হাতে আছে। যেই চার্জ নিয়ে গ্রেফতার করেছে সেদিন সেই চার্জে দুমাস আগে তিন মাস আগে গ্রেফতার করা যেত। তাকে ১৩ বার ডাকা হয়েছে, ৬ বার ডাকার পরে তাকে গ্রেফতার করতে পারত। তখন তো কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হয়নি। ৬ বার কেন ৯ বারের পর তাকে গ্রেফতার করতে পারত। করেনি অর্থাৎ মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটাকে বিষয়টা নির্বাচন কমিশনের হাতে আছে। সেটাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাচ্ছে। এই ধরনের শক্তি ফ্যাসিবাদী শক্তি হিসাবে রূপান্তরিত হয়। ড্যাম কেয়ার। এই ড্যাম কেয়ার মনোভাবটা হিটলারি মনোভাব। এটা আমরা তীব্র বিরোধিতা করি।

প্রায় সাতদিন নিখোঁজ থাকার পরে অবশেষে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার যুবকের, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ প্রায় সাতদিন নিখোঁজ থাকার পরে অবশেষে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার যুবকের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি গোশালা মোড় সংলগ্ন মাহুত পাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর গত রবিবার কাজে বেরিযেয় নিখোঁজ হয়। এরপরেই এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করেন পরিবারের লোকজনেরা অবশেষে খুঁজে না পেয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হন পরিবার । সেখানে মিসিং ডায়েরি করা হয় যুবকের পরিবারের তরফে। গত কয়েকদিন কেটে গেল খোঁজ না মেলায় রবিবার বেলা বারোটা নাগাদ খোঁজ মেলে ওই যুবকের। বাড়ির খানিকটা দূরে ঝুলন্ত অবস্থায় একটি পরিত্যক্ত জায়গায় গাছের ডালে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের নাম মোঃ খাদিমুল হক (২২)। তার বাড়ি জলপাইগুড়ি মাহুত পাড়া এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে আসেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ এবং দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যান। তবে কিভাবে এই মৃত্যুর ঘটনা তা কিন্তু এখনো বলা সম্ভব নয় পরিবারের তরফ থেকেও নানান অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তদন্তের পরেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ। আর এই ঘটনাটি কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে পরিবারে পক্ষ থেকে অভিযোগ করা পুলিশ প্রকৃত তদন্ত করে মৃত্যুর কারণ বের করা হোক।

স্টেশনের পার্কিংয়ে সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ বাগডোগরা স্টেশনের পার্কিংয়ে সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গিয়েছে, বাগডোগরা রেলওয়ে স্টেশনের পার্কিং সংলগ্ন ঝোপঝাড়ে স্থানীয় কয়েকজন শিশু সদ্যজাতকে নড়াচড়া করতে দেখে। এরপর বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানায় তারা। পরে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানার পুলিশ ও রেল পুলিশ আধিকারিকদের। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সদ্যজাত শিশুটিকে উদ্ধার করে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কে বা কারা সদ্যজাত শিশুটিকে ফেলে দিয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিপত্তি, আদিবাসী যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ মার্চ ঃ বীরভূমে চিকিৎসা করাতে এসে সরকারি হাসপাতালের পরিত্যক্ত ঘরের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক আদিবাসী যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার তাঁলোয়া গ্রামে। রবিবার সকালে মল্লারপুর থানার কাটিগ্রামের বাসিন্দা সোম কিস্কু তাঁলোয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরের একটি পরিত্যক্ত ভবনের দেওয়াল তাঁর উপরে ধসে পড়ে। দেওয়াল চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মল্লারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ওই যুবকের এভাবে মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা, পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

পুলিশকে হেনস্থা মদ্যপ যুবকদের, পাকড়াও ৩ অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ শিলিগুড়িতে পুলিশকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল মদ্যপ যুবকদের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত ১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির জলপাইমোড়ের বিবাদি চকের কাছে। অভিযোগ, গতকাল রাতে বিবাদি চক এলাকায় একটি ছোট গাড়ির ভেতরে বসে কয়েকজন যুবক মদ্যপান করছিল। সেই সময় শহরে পুলিশের ভ্যান টহলদারি দিচ্ছিল। ওই যুবকদের বাধা দিতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দেয় ওই মদ্যপ যুবকেরা। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানা থেকে ৫ টি পুলিশের ভ্যান দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপরই ৩ যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পাশাপাশি, ছোট গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আমি জয়ের বিষয়ে ১০০ শতাংশ আশাবাদীঃ পিয়া রায়চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় সিপিএমের সঙ্গে জোট রয়েছে, কিন্তু কোচবিহারে নেই। আমি জয়ের বিষয়ে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন পিয়া রায়চৌধুরী। তিনি আরো বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এবং বিজেপির প্রার্থী হয়ে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য নন। তারা দুজনেই দুর্নীতিগ্রস্ত, সুতরাং শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কংগ্রেসের উপরে আস্থা রাখবে। কোচবিহার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন তিনি।

হাতির হানায় মৃত্যু মহিলার

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৪ মার্চ ঃ রবিবার ভোরবেলায় শৌচকর্ম করতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হলো এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার কোটশিলা বনাঞ্চলের ডিমু গ্রামের কাছে কুমারডি টোলাতে। বনদফতর সূত্রে খবর, মৃতার নাম মমতা কুমার, বয়স ২৯ বছর। তাঁর বাড়ি ডিমু গ্রামের কুমারডি গ্রামের টোলাতে। রবিবার ভোর পৌনে চারটে নাগাদ ওই মহিলা শৌচকর্ম করতে বাড়ি থেকে বেরোন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পাশেই একটি জঙ্গলের কাছে তিনি শৌচকর্ম সারতে যান কিন্তু সেই সময় আচমকা সেখানে উপস্থিত হয় একটি হাতি। হাতিটি মহিলার দিকে তেড়ে যায়, তিনি বাঁচার চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। শুঁড়ে পেঁচিয়ে ফেলে মাটিতে আছাড় মারে হাতিটি। বন দফতরের দল তাঁকে উদ্ধার করে কোটশিলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার জেরে হাতি নিয়ে কিছুটা আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। বনদফতরের তরফে হাতিটির খোঁজ চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

৬৫ জন যাত্রী প্রথম দিনে *iOS* প্ল্যাটফর্মে 'মেট্রো রাইড কোলকাতা' অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ ২২.০৩.২০২৪ তারিখে ১৭.৩০ টায় মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি iOS প্ল্যাটফর্মে 'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' চালু করেছিলেন। এই অ্যাপটি লঞ্চের ২ ঘন্টা পরে এই নতুন প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ হয়েছে এইভাবে একটি নতুন সূচনা চিহ্নিত করেছে। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (CRIS) দ্বারা তৈরি করা এই অ্যাপটি তার শুরু থেকেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে জনপ্রিয়। iOS প্ল্যাটফর্মেও এই অ্যাপ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। iOS প্ল্যাটফর্মে অর্থাৎ ২২.০৩.২০২৪ এর লঞ্চের তারিখের ২৩.৫৯ ঘন্টা পর্যন্ত, ৬৫ মেট্রো ব্যবহারকারী অ্যাপ স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। উল্লেখ্য যে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত নতুন উদ্বোধন হওয়া গ্রীন লাইনের সমস্ত স্টেশন আগামী সপ্তাহ থেকে এই আপডেট অ্যাপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পরের সপ্তাহ থেকেও যাত্রীরা এই অ্যাপের সাহায্যে তাদের টিকিট কিনতে পারবেন এই নতুন স্ট্রেচে ভ্রমণ করার জন্য। মেট্রো যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা বাড়ি থেকে যেকোনো সময় QR কোড ভিত্তিক টিকিট বুক করতে সক্ষম করার জন্য এই ধরনের একটি অ্যাপ তৈরির ধারণা করা হয়েছিল।

পূর্ব রেলের ঘোলেশাপুর রেল কলোনি এবং স্বাস্থ্য ইউনিট পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার, অরুণ কুমার চৌধুরী প্রধান প্রকৌশলী, দীপক নিগম বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক, শিয়ালদহ (২৩.৩.২০২৪) ঘোলেশাপুর রেলওয়ে কলোনি ও স্বাস্থ্য ইউনিট পরিদর্শন করেছেন। জিএম / ইআর ঘোলেশাপুর রেল কলোনি পরিদর্শন করেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন। তিনি রেলওয়ের কোয়ার্টারের অবস্থা এবং এর নিয়মিত

রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। অরুণ কুমার চৌধুরী, প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, দীপক নিগম, ডিআরএম / শিয়ালদহ। সীমা দেউসকর, সভাপতি, পূর্ব রেল উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (ERWWO) এবং গুঞ্জন নিগম, পূর্ব রেল উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (ERWWO), শিয়ালদহ, জেনারেল ম্যানেজার, মিলিন্দ দেউসকর রেলওয়ে কোয়ার্টারের ভিতরে গিয়ে কোয়ার্টারগুলির অবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শন করেছেন। তিনি বাসিন্দাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং রেলওয়ের কোয়ার্টারে বসবাসের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। পরে, জিএম / ইআর জরাজীর্ণ কোয়ার্টারের নিন্দা এবং সেখানে নতুন স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেন। তিনি নতুন স্টাফ কোয়ার্টারগুলির জন্য অঙ্কনগুলিও পরীক্ষা করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি স্বাস্থ্য ইউনিটের কাছে চারারোপণ করেন। মিলিন্দ কে দেউসকর, মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে ও ঘোলেশাপুরে অবস্থিত স্বাস্থ্য ইউনিট পরিদর্শন করেছেন এবং ডাক্তার এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। পরে জিএম / ইআর সেখানে চারারোপণ করেন।

বীরভূমের কীর্ণাহারে অপারেশন ''প্রাপ্তি'' ফিরিয়ে দিল মোবাইল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ মার্চ ঃ অপারেশন ''প্রাপ্তি''র ফসল হিসেবে এবার কীর্ণাহার থানা এলাকায় খোয়া যাওয়া চারটি স্মার্ট ফোন উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হল মোবাইল ফোনের মালিকের হাতে। রবিবার সকালে কীর্ণাহার থানা চত্বরে মোবাইল মালিকদের হাতে মোবাইলগুলো তুলে দেন সংশ্লিষ্ট থানার আধিকারিকরা। উল্লেখ্য সম্প্রতি কীর্ণাহার থানা এলাকায় মোবাইল ফোনগুলি খোয়া যাওয়ার পর, ফোনের তথ্য দিয়ে থানায় আবেদন জানান কীর্ণাহার থানা এলাকার ৩ জন ও নানুর থানা এলাকার ১ ব্যক্তি। আর তারপরেই পুলিশ ফোনের তথ্য ও লোকেশন ট্র্যাক করে সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের সহযোগিতায় ফোনগুলি উদ্ধার করে বিভিন্ন জায়গা থেকে। স্বভাবতই মোবাইল ফোনের মালিকরা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি। হয়ে তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশদের।

ইংরেজবাজারে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজনের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ মার্চ ঃ ইংরেজবাজারে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজনের। শনিবার গভীর রাতে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুলিশ সুপার অফিস সংলগ্ন বাইপাস রোড এলাকায় । প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, বেপরোয়া পেট্রোপণ্য বোঝাই একটি লরির পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে চার চাকার গাড়ি। আর তাতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনজনের। ওই চার চাকার গাড়িটি দুমড়ে মুছড়ে যায়। এই দুর্ঘটনার পর আতঙ্কে লরি ফেলে পালিয়ে যায় চালক। পরে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে চার চাকার গাড়ির যাত্রীদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তিনজনকেই মৃত বলে জানিয়ে দেয়। পরে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ লরিটি আটক করে। চালক পলাতক। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই পথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পড়ে মালদা মেডিকেল কলেজে মৃত পরিবারদের সঙ্গে দেখা

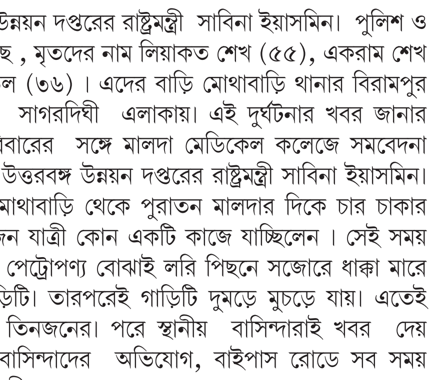

করতে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , মৃতদের নাম লিয়াকত শেখ (৫৫), একরাম শেখ (৩৪) এবং সঞ্জয় মন্ডল (৩৬) । এদের বাড়ি মোথাবাড়ি থানার বিরামপুর এবং ইংরেজবাজারের সাগরদিঘী এলাকায়। এই দুর্ঘটনার খবর জানার পরেই মৃতদের পরিবারের সঙ্গে মালদা মেডিকেল কলেজে সমবেদনা জানাতে যান রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। পুলিশ জানিয়েছে, মোথাবাড়ি থেকে পুরাতন মালদার দিকে চার চাকার গাড়ি নিয়ে ওই তিনজন যাত্রী কোন একটি কাজে যাচ্ছিলেন । সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পেট্রোপণ্য বোঝাই লরি পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে ওই চার চাকার গাড়িটি। তারপরেই গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনজনের। পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই খবর দেয় পুলিশকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাইপাস রোডে সব সময় বেপরোয়া ভাবেই ভারী যানবাহন চলাচল করছে। যেখানে সেখানে নিয়মিতভাবে ভারী যানবাহন রাস্তার ধারে পার্কিং করা হয়। ট্রাফিক মোতায়েন না থাকার কারণে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। এইব্যাপারে ট্রাফিক মোতায়েনের দাবিও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, পথ দুর্ঘটনায় তার বিধানসভা কেন্দ্র মোথাবাড়ি এলাকার দুইজন মারা গেছেন। এবং একজন ইংরেজবাজারের সাগরদিঘী এলাকার বাসিন্দা রয়েছেন । ঘটনাটি খুব দুঃখজনক। বিষয়টি জানতে পেরে মেডিকেল কলেজে ছুটে গেছেন মন্ত্রী । কথা বলেছেন মৃতের পরিবারের সঙ্গে । কিভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটলো সেই ব্যাপারেও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। পুলিশ জানিয়েছে , পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঘাতক লরির চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ফ্যাসান ও রূপচর্চা

হাঁটাহাঁটি দিয়ে শুরু হয় নীতা আম্বানির সকাল, তারুণ্য ধরে রেখেছেন তিনি

কিছুদিন আগে অনন্ত আম্বানির প্রাক্-বিয়ে নিয়ে মেতে ছিল পুরো মিডিয়া। উপস্থিত হয়েছিল বলিউডের প্রথম শ্রেণির তারকারা। এত সব তারকার ভিড়েও আলাদা করে নজর কেড়েছিলেন নীতা আম্বানি। ভারতীয় ধনকুবের, এশীয়ার শীর্ষ ধনী, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুকেশ আম্বানির স্ত্রী নীতা আম্বানি। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন, ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক তিনি। ষাটের কোঠায় পা দিয়েও নিজের ফিটনেস ও সৌন্দর্য, দুই-ই ধরে রেখেছেন তিনি। হাঁটাহাঁটি দিয়ে শুরু হয় নীতা আম্বানির সকাল। অন্তত এক ঘণ্টা হাঁটাহাঁটি করেন তিনি। প্রতিদিন কী খাচ্ছেন, সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক নীতা আম্বানি। সকালের খাবারের প্রতি থাকে আলাদা নজর। প্রতিদিন বাদাম, বিটরুট ও জুস দিয়ে সকালের নাশতা সারেন তিনি। অন্তত দুই বেলা বিটের জুস পান করেন নীতা আম্বানি। বিটের জুস যেমন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, তেমনই স্টেমিনা ধরা রাখতে সহায়তা করে। আর ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে বিটের বিকল্প নেই। দিনে যত কাজের চাপই থাকুক, শরীরচর্চায় বিন্দুমাত্র ফাঁকি দেন না তিনি। নিয়ম করে যোগব্যায়াম করেন। যোগব্যায়ামের পর সাঁতার। সাঁতার খুবই ভালো ব্যায়াম। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপকৃত হয়। রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা ভালো থাকে। কার্ডিও দিয়ে শরীরচর্চা শেষ করেন তিনি।নীতা আম্বানির মতে, তাঁর সৌন্দর্যের রহস্য পানি। প্রতিদিন যখনই সময় পান, পানি পান করেন, পান করেন ডাবের পানি। যা শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন দূর করে। ত্বককে করে তোলে উজ্জ্বল।সবুজ শাকসবজির বেশ বড় ভক্ত নীতা। প্রতিদিনের খাবারে সবুজ শাকসবজি থাকা চাই-ই চাই। বিশেষ করে ভিটামিন কে, ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন বিজাতীয় খাবার বেশি বেশি গ্রহণ করেন তিনি। এ ছাড়া রাতের খাবারে তাঁর জন্য থাকে বিশেষ শাকসবজির স্যুপ। টাটকা খাবার, শাকসবজি খান নীতা। রাতের খাবারেও সবুজ শাকসবজির দিকে জোর দেন নীতা আম্বানি। শাকসবজির সালাদ, ফলমূল ও স্যুপ দিয়েই রাতের খাবার সারেন তিনি। রাতের খাবারের পরিমাণের থেকে নিউট্রিশনে জোর দেন তিনি, যা তাঁর ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে। এসব খাবারে ঘুমও হয় ভালো।বাইরের খাবার ছুঁয়েও দেখেন না নীতা আম্বানি। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাইরের খাবার খান না তিনি। চিনি ছাড়া ঘরে বানানো খাবারই তাঁর পছন্দ।

যেটা ছাড়া কনে সাজা একদম অসম্পূর্ণ

আগে বাড়ির উঠানে বিভিন্ন গাছের সঙ্গী হয়ে অন্তত একটা মেহেদিগাছ থাকতই। গ্রাম বা মফস্ সলের বাড়ির ক্ষেত্রে কথাটা এখনো প্রযোজ্য। বিয়ে উপলক্ষে সদলবল গাছ থেকে তোলা হতো মুঠো মুঠো মেহেদিপাতা। তারপর উঠানে পাটা পেতে সেই পাতা বাটতে বসে যেতেন কনের ভাবি আর সখীরা। দুই হাতের দশ আঙুলে মোটা করে লাগানো হতো সেই পাতার পেস্ট। দুই হাতের চার তালুতে আঁকা হতো বৃত্ত। সেই বৃত্তের আশপাশে কখনো কখনো আবার আঁকা হতো একটু বড় বড় বিন্দু! আর সহজ, সাধারণ এই নকশাই এখনো চলমান ধারা।

টিউব মেহেদি বাজারে আসার পর মেহেদির নকশায় আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিয়ের সাজপোশাকে যতই অভিনবত্ব আসুক, মেহেদি ছাড়া কনের সাজ অসম্পূর্ণ। কিছুদিন আগেও বিয়ের কনেরা কনুইয়ের ওপরেও মেহেদি দিয়েছেন। কনুই ও কবজির মাঝবরাবর পর্যন্ত মেহেদি দেন অনেকেই। মেহেদির নকশার ক্ষেত্রে ফুলের বেজ করে বিভিন্ন রকম ফুল যেমন গোলাপ, টিউলিপ, পদ্মফুলের নকশা আঁকা হয়। তবে এখনো গোল বা মান্ডালা নকশার চলই দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। মান্ডালার সঙ্গে ঝুমকা, চেইন বা অলংকারের নকশা মেলানো যায়। এই ধারায় হাতের তালুতে একটা পানপাতার নকশাও বেশ ট্রেন্ডি। অনেকেই বর-কনের পোর্ট্রেটও আঁকেন মেহেদিতে। হাতের তালুতে আঁকেন বর-কনের ক্যারিকেচার। রাজা-রানিও আঁকেন কেউ কেউ। আর নাম বা নামের আদ্যক্ষর লেখার চল তো আগেও ছিল, এখনো আছে। অনেকে হাতে মেহেদি দিয়ে তাতে ফাঁকে ফাঁকে গ্লিটারও দিচ্ছেন। এ ছাড়া মেহেদি নকশার মধ্যে যেসব ফাঁকা জায়গা থাকে, সেখানে কনের পোশাকের রঙের সঙ্গে মিল রেখে অ্যাক্রিলিক রং দিয়ে আলপনা করার চলও আছে। সে ক্ষেত্রে অ্যাক্রিলিক রঙের গাঢ় ভাব কমিয়ে হালকা করার জন্য এর সঙ্গে কিছুটা অক্সিল ব্যবহার করা ভালো। আরব্য ঢঙে মেহেদি নকশায় কলকি প্রাধান্য পায় বেশি। কয়েক বছর ধরে ফ্যাশন আর বিউটির মিনিমালিস্টিক ধারা স্পর্শ করেছিল কনের মেহেদির নকশায়ও। তবে বলিউড তারকা আলিয়া ভাট আর পাকিস্তানি অভিনেত্রী মাহিরা খানের বিয়ের পর মেহেদিতেও চলছে মিনিমালিজম হাওয়া। শোভন মেকওভারের স্বত্বাধিকারী শোভন সাহা বলেন, এখনো মেহেদির নকশায় অ্যারাবিক আর মিসরীয় স্টিকই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তবে পুরো হাত ভরে নকশা করাটা এখন আউট অব ট্রেন্ড। কেননা, পুরো হাত ভরে নকশা আঁকলে নকশাটার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা মুশকিল। ফাঁকা জায়গা থাকলে তখনই নকশাটা স্পষ্ট হয়। এ ছাড়া হাত ভরে নকশা করলে কিছুদিন পর যখন সেটা খানিক হালকা হয়ে আসে, তখন হাতের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

পাকা রং পেতে

পুরোনো দিনের নকশার সঙ্গে এখনকার নকশায় অনেক পার্থক্য থাকলেও রং পাকা করার কৌশল কিন্তু একই আছে। সেসব কৌশলই আবার মনে করিয়ে দিলেন শোভন। আগেকার মতোই সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী রঙের জন্য বাটা মেহেদির সঙ্গে চা-পাতা বা লিকার ব্যবহার করা হয়। মেহেদি দেওয়ার পর তুলা দিয়ে হালকা করে লেবু আর চিনির সিরাপ ব্যবহার করতে পারেন। এতে রংটা অনেক গাঢ় বা খয়েরি হয় না। টকটকে একটা লাল ভাব আসে। পেশাদার পারলারে মেহেদি দিতে গেলে সেখানে আগে হাতটা তৈরি করে নেওয়া হয় মেহেদির জন্য। ভালোভাবে ধুয়ে, মুছে, শুকিয়ে একধরনের তেল ম্যাসাজ করা হয়। এরপর আঁকা হয় নকশা। ফলে মেহেদির রং গাঢ় আর দীর্ঘস্থায়ী হয়। মেহেদি তোলার পর হাতে তাপ লাগাতে পারেন। আর প্রথম ৪৮ ঘণ্টা পানি যত কম লাগানো যাবে, ততই ভালো।

মেহেদি অনুষ্ঠান

এটা বিয়ের মুখ্য চারটি আয়োজনের মধ্যে অন্যতম। গালভরে ডাকা হয় কনের (অমুকের) মেহেদিছোঁয়া। গ্রামে সেই উৎসব হয় উঠানে। শহরে দালানের ছাদে। ছাদ না থাকলে অন্দরেই। 'মেহেদিছোঁয়া' উপলক্ষে কনে ভালোভাবে স্নান করে, খেয়ে, পোশাক পরে তৈরি হয়ে নেন। মেহেদির অনুষ্ঠানে কনেরা লেহেঙ্গা, আনারকলি, গারারা, শারারার মতো এথনিক পোশাকে ও সাজে দেখা দেন। অনেকে আবার শাড়িও পরেন। কনের মেহেদিছোঁয়া উপলক্ষে আগের রাতে আঁকা হয় আলপনা। ফুল, বেলুন, ফিতা, কাগজের নকশায় সেজে ওঠে জায়গাটুকু। মেহেদিসন্ধ্যায় কনের পোশাকের রঙে প্রাধান্য পায় সবুজ। কনের সখীরাও একই ধরনের সাজপোশাকে থাকেন। মেহেদি উৎসবে বাজানোর জন্য তৈরি হয় আলাদা গানের তালিকা। একটার পর একটা গান বাজতে থাকে। প্লেট থেকে শিঙাড়া, সমুচা, পাকোড়া উধাও হতে থাকে। অনেকেই রাখেন ফুচকাও। চায়ের কাপ থেকে চা ফুরাতে থাকে। অনেকের চা চুপিসারে ঠান্ডা হয়ে যায় চুমুকের অভাবে। ঝুপ করে নামে সন্ধ্যা। তখন লাইটিং আর মানুষের সমাবেশ ও আড্ডায় জমে ওঠে মেহেদি উৎসব। একে একে কনের সখীদের মনও রাঙিয়ে যায় মেহেদির রঙ।

হাফলঙে হুন্ডির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

পুলিশের জালে অসম গৃহরক্ষী বাহিনীর মহিলা কর্মী

হাফলং (অসম), ২৪ মার্চঃ লটারি তথা হুন্ডির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে পুলিশ আটক করেছে গৃহরক্ষী বাহিনীর এক মহিলা কর্মী পুষ্পা রায়কে। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের সদর শহর হাফলঙে বেশ কয়েকজন মহিলা হুন্ডি তথা লটারির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে নেমেই পুষ্পা রায়কে আটক করা হয়েছে। লটারির নামে টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে এবার পুলিশের জালে অসম গৃহরক্ষী বাহিনীর এক মহিলা। লটারির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে লটারির টাকা ফিরিয়ে না দিয়ে এবার পুলিশের পুষ্পা রায় নামের এক মহিলা। হাফলং শহরে অনেক মহিলা রয়েছেন যাদের অধীনে এ ধরনের অবৈধ হুন্ডির খেলা চলছে। ওই সব মহিলা লটারি বা হুন্ডির নাম করে একটি গ্রুপ তৈরি করে এজেন্টের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে টাকা সংগ্রহ করেন। এ সব লটারি-হুন্ডি খেলায় বিশেষ করে টার্গেট করা হয় মহিলাদের। হাফলঙে এ ধরনের বহু লটারি বা হুন্ডির বোর্ড রয়েছে যেখানে মাসে হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়। তারপর লটারির মাধ্যমে যদি মাসে এক হাজার টাকার খেলা হয়, তা-হলে যার লটারিতে নাম আসে তাকে দেওয়া হয় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। তবে এক সময় অনেকেই লটারির টাকা থেকে বঞ্চিত হন বলে অভিযোগ।

অনেক সময় যে মহিলার অধীনে এই হুন্ডি বা লটারি খেলা হয়ে থাকে ওই মহিলা এজেন্টের মারফত সংগৃহীত টাকা দিয়ে সুদের ব্যবসা করেন, এমন অভিযোগ এখন হাফলং শহরের সর্বত্র। কারণ অনেকের টাকা এই হুন্ডি ও লটারির লোভে ডুবে গেছে। এ ধরনের অভিযোগ পেয়ে হাফলং পুলিশ অসম গৃহরক্ষী বাহিনীর মহিলা কর্মী পুষ্পা রায়কে আটক করে। এবার লটারির টাকা ফেরৎ পেতে হাফলং সদর থানায় ভিড় জমিয়েছেন মহিলারা।

উল্লেখ্য, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা সুদখোর এ সব অবৈধ হুন্ডি ও লটারির ব্যবসা যারা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার পর পুলিশ অভিযোগ পেলেই এদের আটক করছে।

মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাহিত্যিকপ্রাবন্ধিক শ্যামল চৌধুরীর জীবনাবসান

আগরতলা, ২৪ মার্চ ঃ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক শ্যামল চৌধুরীর জীবনাবসান হয়েছে। প্রয়াত শ্যামল চৌধুরী ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পিতা। রবিবার সকালে আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন তিনি। শ্যামল চৌধুরীর প্রয়াণে রাজ্যের সাহিত্যিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পিতা শ্যামল চৌধুরীর প্রয়াণের খবর পেয়ে শোক জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। সমবেদনা জানান পরিবারের লোকজনদের প্রতি। তাছাড়া রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য সহ রাজনৈতিক ও সাহিত্য জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রয়াতকে।

রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্যামল চৌধুরীর প্রয়াণে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

প্রয়াত শ্যামল চৌধুরীর আত্মার শান্তি কামনা করে তিনি প্রয়াত শ্যামল চৌধুরীর পরিবার, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ এই অপূরণীয় ক্ষতি যাতে সামলে উঠতে পারেন সেজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। রাজ্যপাল শোকবার্তায় বলেছেন, পরিবহণ, পর্যটন, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পিতা শ্যামল চৌধুরী চিকিৎসাধীন অবস্থায় আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শ্যামল চৌধুরী একজন প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক ছিলেন যাকে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধা মৈত্রী সম্মানে ভূষিত করেছিল। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে বিশেষ সাহিত্য সংস্কৃতি পুরস্কার সহ বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

কালাঘাটে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং, উদ্ধার ব্যাপক পরিমাণ টাকা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপর,২৪ মার্চঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং চলার সময় ব্যাপক পরিমাণ টাকা উদ্ধার করল কোলাঘাট থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আছেন কোলাঘাট থানার পুলিশ ও কোলাঘাটের বিডিও অর্ঘ্য ঘোষ। ঘটনাস্থলেই চলছে টাকা গণনার কাজ। রয়েছে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। একটি লাল রঙের প্রাইভেট কারে কলকাতা দিক থেকে ঝাড়খন্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জাতীয় সড়কে কোলাঘাটে গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হয় প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। টাকাগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে কোলাঘাট থানার পুলিশ ও কোলাঘাটের বিডিও । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মত প্রাপ্ত অর্থ পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসকের দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে।

টিবি রোগ নির্মূলের জন্যে সমাজের সব অংশের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজনঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৫ মার্চ ঃ সমাজ থেকে টিবি রোগ নির্মূলের জন্যে সমাজের সব অংশের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশ্ব টিবি দিবস উদযাপন উপলক্ষে রবিবার রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লু। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু টিবি সম্পর্কে আরও সচেতনতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। রাজ্যপাল টিবি মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপর উপস্থিত সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্টেট টিবি অফিসার ডা. নুপুর দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল হেলথ মিশনের মিশন ডিরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল টিবি আক্রান্ত ২ জন রোগীর মধ্যে ফুড বাস্কেট বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা, রাজ্যপালের উপসচিব রতন ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি, কৃষকদের মাথায় হাত

তেলিয়ামুড়া, ২৪ মার্চ ঃ কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি। কৃষকদের মাথায় হাত। শনিবার রাতের ভয়ঙ্কর কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন কৃষি ক্ষেতগুলি। খোয়াই জেলার মধ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাইশঘরিয়া এলাকা রাজ্যের একটি কৃষি প্রধান এলাকা। উক্ত এলাকায় ফলানো বিভিন্ন শাকসব্জি রাজ্যের বিভিন্ন বাজারের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই বাইশ ঘরিয়া এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিকাজ করেই তারা তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। রবিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাইশ ঘরিয়া এলাকায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, উক্ত এলাকার অধিকাংশ কৃষি ক্ষেতগুলি কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টির কারণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে উক্ত এলাকার একাধিক কৃষক জানায়,এই কালবৈশাখীর ঝড় তাদের কাল ডেকে এনেছে। কৃষকদের দাবি গতকালের এই ঝড় বৃষ্টির কারণে তাদের ফলানো টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি সহ বিভিন্ন সব্জিতে ইতিমধ্যেই পচন শুরু হয়েছে। ফলে তাদের কৃষি ক্ষেতের উপর ব্যয় করা লক্ষ লক্ষ টাকার এই কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ক্ষতির মুখে পড়ে যায়।

বর্তমানে উক্ত এলাকার কৃষকরা চাইছে এই কালবৈশাখীর ঝড়ে তাদের এই ব্যাপক ক্ষতির মুখ থেকে উদ্ধার করতে যেন রাজ্যের কৃষি দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, একাংশের দাবি ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এবছর খোয়াই জেলা তেলিয়ামুড়া মহকুমা সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে সব্জির সংকট দেখা দিতে পারে। কারণ কালবৈশাখীর তান্ডবে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এবছর বাজারে পর্যাপ্ত সব্জির যোগান দিতে পারবে না কৃষকরা। স্বাভাবিকভাবেই বহিঃরাজ্য থেকে শাকসব্জি আমদানী করতে হবে। তাত দাম অনেকটা বেড়ে যাবে শাকসব্জির।

ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ চার জেলে, মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ২৪ মার্চ ঃ ত্রিপুরার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন চার জেলে। এর মধ্যে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনা রবিবার সকালে। মৃত জেলের নাম হরি দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অন্য নিখোঁজ তিন জেলেকে উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও দূর্যোগ মোকাবিলা টিম তল্লাসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, শনিবার বিকাল তিনটা নাগাদ জ্যোতিশ মল্লিক, সঞ্জিত নন্দী, প্রদীপ দাস এবং হরি দাস নামে চার জেলে ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য জাল নিয়ে যায়। জলাশয়ে জাল ফেলার পর রাত ঘনিয়ে আসতেই ঝড়-বৃষ্টি আসে। প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে নৌকা ছেড়ে ওই চার জেলে আশ্রয় নেয় কালচার ঘরে। কালচার ঘর মুলত তৈরী করা হয় ঝলাশয়ের উপরেই বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে এই কালচার ঘরটি উল্টে যায় এবং ঘরের ভিতরেই জলের নীচে আটকা পড়ে যায় চার জেলে। রাত গিয়ে সকাল হয়। জেলের পরিবারের লোকজন সেখানে পৌঁছে। জেলেদের হদিশ না পেয়ে সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে। প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ফায়ার সার্ভিস এবং দূর্যোগ মোকাবিলার টিম সেখানে পৌঁছে। চলে উদ্ধার কার্য। দীর্ঘ চেষ্টার পর হরি দাস নামে এক জেলের মৃতদেহ জলের নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে মৃতদেহ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্য তিন নিখোঁজ জেলের সন্ধানে তল্লাসি চালিয়ে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। সাথে অন্যান্য জেলে এবং নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের লোকজনও জলে তল্লাসি চালিয়ে যাচ্ছে।

করিমগঞ্জ জেলা টিবি কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস অনুষ্ঠিত

করিমগঞ্জ (অসম) ২৪ মার্চ ঃ করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে জেলা টিবি কেন্দ্রের উদ্যোগে রবিবার বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদযাপনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি যক্ষ্মা (টিবি) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডা. সুমনা নাইডিং, সিভিল হাসপাতালের অধীক্ষক ডা. লিপি দেব এবং জেলা টিবি অফিসার ডা. বিমল কুমার সরকার। ডা. সুমনা নাইডিং টিবি সচেতনতার গুরুত্ব এবং প্রাথমিক শনাক্তকরণের তাৎপর্যের উপর জোর দেন। তিনি নিয়মিত চেক-আপ এবং চিকিৎসা মেনে চলার উপর জোর দেন এবং যক্ষ্মা ছড়ানো প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান। ডা. লিপি দেব বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করেন এবং যক্ষ্মা প্রতিরোধে হাসপাতালের প্রচেষ্টার বিশদ বিবরণ দেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের শেষ পর্যন্ত টিবি নির্মূলে তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এতে ডা. বিমল সরকার এবং ডা. জিয়াউল করিম যক্ষ্মা মোকাবিলার বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তারা যক্ষ্মা নির্মূলে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে বেসরকারি ক্লিনিক ও ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা স্বাস্থ্য বিভাগে তাদের অবদান তুলে ধরেন এবং যক্ষ্মা রোগের বিস্তার রোধে সম্মিলিত পদক্ষেপের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

Name Change

I INDRANI LODH, WIFE OF ARGHYAJIT LODH, RESIDING AT MAGNOLIA OXYGEN, A2-1002 KALABERIA, BISHNUPUR ROAD, PO-RAJARHAT BISHNUPUR, NORTH24PARGANAS -700135, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS INDRANI BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/03/2024. THAT INDRANI LODH AND INDRANI BISWAS BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BURHANUDDIN FORWARD, S/O EMRAN MULLA HAKIMUDDIN R/O P/294/1, DAR GAH ROAD, 3RD FLOOR, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BURHANUDDIN ALIRAJPURWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/03/2024, THAT BURHANUDDIN FORWARD AND BURHANUDDIN ALIRAJPURWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ARGHAJIT LODH, SON OF JAGAT JIBAN LODH, RESIDING AT MAGNOLIA OXYGEN, A2-1002, KALABERIA, BISHNUPUR ROAD, PO-RAJARHAT BISHNUPUR, NORTH24PARGANAS - 700135, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARGHYAJIT LODH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/03/2024. THAT ARGHAJIT LODH AND ARGHYAJIT LODH BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

মুর্শিদাবাদে তৃণমূলে ফের প্রার্থী-অসন্তোষ! হুমায়ুন কবীরের পর এবার নিয়ামত শেখ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ মার্চ ঃ নিশানায় আবু তাহের। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে এবার প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিলেন হরিহরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামত শেখ। বললেন, '২০২১ সালে বিধানসভা, তারপর পঞ্চায়েত ভোটে সাংসদের টিকি দেখা যায়নি'। ঘটনাটি ঠিক কী? গতবার মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন আবু তাহের। এবারও মুর্শিদাবাদের বিদায়ী সাংসদকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল। কিন্তু দলের প্রার্থী হয়ে এখনও পর্যন্ত প্রচারে দেখা যায়নি তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামত শেখকে। কেন? এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে নিয়ামত বলেন, '২০২১ সালে বিধানসভা, তারপর পঞ্চায়েত ভোটে সাংসদের টিকি দেখা যায়নি। আমার দলের অন্যান্য নির্বাচনে সাংসদ অংশ নেবেন না, আর এখন বলবেন আমাদের দেরি কেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, দেরি কেন তাঁকে জিজ্ঞেস করুন! ওর নির্বাচনের জন্য দেরি, ওগুলো কি তৃণমূলের নির্বাচন ছিল না। তৃণমূলকে নিয়ে কী দায়িত্ব নেই'। তৃণমূল বিধায়ক জানান, 'এরই প্রতিবাদে আমরা বসেছিলাম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে, নির্বাচনে দলের হয়ে ভোট করতে, তাই আমি করছি। আজ থেকে ভোটে নেমে গেলাম। টিকিট পাওয়ার আগে কি বলেছিল! টিকিট পেয়ে ওর হুকুম মেনে নিতে হবে, আমি শীর্ষ নেতার হুকুম ছাড়া চলব না। ২০১৯ সালে দলে এল, আমাদের যন্ত্রণা, আমাদের বিপদ কতটুকু ও কি করে জানবে। সে তো ১৬ সালেও গালিগালাজ করেছে ২০১৯ সালে এসে এমপি হয়েছে জেলা সভাপতি হয়েছে। আমরা এতদিন ধরে সংগঠন করে আসছি! তাই আমি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বলেছি একবারও খোঁজ নেয়নি'। এদিকে বহরমপুর ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। দলের সিদ্ধান্তে ক্ষোভে প্রকাশ করেছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। জানিয়েছিলেন, 'আমি কোনও রাজনৈতিক দলে যাব না। আপাতত আমি লোকসভা নির্ঘণ্ট হলে, বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব'। পরে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটেনি। ইউসুফ পাঠানে হয়ে এখন প্রচার করছেন হুমায়ুন কবীর।

পানিট্যাঙ্কিতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে বিধায়ক দুর্গা মুর্মূ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মূ। অগ্নিকান্ডের জেরে পুড়িয়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলার পর সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন বিধায়ক। পাশাপাশি তিনি বলেন প্রশাসনের কাজ যে ভাবে করা দরকার, সেই ভাবে দেখা যাচ্ছে না, পুলিশ প্রশাসন শুধু রাস্তায় তোলাবাজি করতে পারে আর এতবড়ো ঘটনার পরেও বিদ্যুৎ দপ্তর এবং ফায়ার ব্রিগেড কি করে দেরি করে আসে। যদি বিদ্যুৎ দপ্তর এবং ফায়ার ব্রিগেড সময় মতো আসতো তাহলে এত বড়ো ক্ষতি হতো না। এদিন গোটা ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছি। তাদের আবেদন উচ্চ নেতৃত্বকে জানাব।

শিবনাথ সাহা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বসন্ত উৎসব এবং পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৪ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাহাপুর শিবনাথ সাহা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বসন্ত উৎসব এবং পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হলো এদিন রবিবার। এদিন উপস্থিত ছিলেন

রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর দেবাশীষ নাগ, কলকাতা বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী স্বর্ণময় নন্দ, কলেজের প্রিন্সিপাল সুশান্ত গিরি, কলেজ প্রতিষ্ঠাতার পুত্র বিল্লো সাহা সহ আরো অনেকে। এদিন রবিবার কলেজের প্রিন্সিপাল সুশান্ত গিরি তিনি বলেন, বসন্ত উৎসবের পাশাপাশি বসন্ত উৎসব কে সামনে রেখে ১১০ জন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীকে পুনর্মিলন উৎসবে ডেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনেকেই বলে সরকারি চাকরি নেই, আমরা তাদের উদ্দেশ্যে এবং এখানে পড়া ছাত্র- ছাত্রীদেরকে মোটিভেট করার উদ্দেশ্যেই তাদের বলি, এই ১১০ জন এই কলেজ থেকে পড়ে বেরিয়েই বিভিন্ন সরকারি কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

আদিবাসীদের দোল বাহা পরবে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার জন সংযোগ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৪ মার্চ ঃ আদিবাসীরা শালগাছকে বলে সারজম দারি। আর সেই গাছের ফুলকে বলে সারজম বাহা। শাল গাছে ফুল ধরলে শুরু হয় আদিবাসীদের বাহা পরব। দোলের মত রঙের খেলা নয়, জল দিয়ে আর শালফুল দিয়ে এই পরব। জল দিয়ে পা ধুয়ে দেওয়া ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে শালের ফুল দিয়ে শুরু এই বাহা উৎসব। এই সময় বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দিনে শুরু হয় বাহা পরব।

ইলামবাজার ব্লকের মুরগাবনি আদিবাসী গ্রামে। আদিবাসী পরবে আমন্ত্রিত হন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। সেখানে আদিবাসী সমাজের ডাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পাশাপাশি, সুখবাজারে শিব মন্দিরেও যান। উৎসবের শুরুতে জল দিয়ে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। মন্ত্রী আদিবাসী নৃত্য উপভোগের পাশাপাশি তাদের সঙ্গে কথাও বলেন। তিনি বলেন, বাংলা থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয় সিধু- কানু নেতৃত্বে। পরবর্তীতে নেতাজী সুভাষ আহাদ বাহিনী গঠন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি তাঁদের কাছে প্রেরণা পান। তাই আমাদের সরকার সিধু- কানু ও চাঁদ ভৈরবকে যেন ভুলে না যায়, তার জন্য এলাকায় মূর্তি স্থাপন করেছে। আদিবাসী সমাজের জন্য উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তার মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের কাজের জন্য পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছে।

আবারও উদ্ধার হল বোমা, এবার ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদের রেজিনগর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ মার্চ ঃ ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জোর কদমে প্রচারও চলছে। ভোটের মুর্শিদাবাদে আবারও উদ্ধার হল বোমা। এবার ঘটনাস্থল রেজিনগর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, এক জার ভর্তি সকেট বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। জারের ভিতর ১৭ টি তাজা বোমা ছিল। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই বোমাগুলি রেখেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিন এলাকার লোকজন বোমাগুলি দেখতে পান। এরপরই খবর দেওয়া হয় রেজিনগর থানায়। পুলিশ আসে, সঙ্গে বম্ব স্কোয়াড। বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। চলতি সপ্তাহেই মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের গোড়োরা গ্রাম ও ডোমকলে বোমা উদ্ধার হয়। গোড়োরা গ্রামে ঢোকার মুখে একটি ঝোপঝাড় ঘেরা জায়গার ভিতর থেকে তাজা বোমা উদ্ধার হয়। অন্যদিকে ডোমকল ব্লকের পাইকমারি হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে বালতি ভর্তি সকেট বোমা উদ্ধার হয়। এর আগেও একাধিকবার এই জেলা থেকে বোমা উদ্ধারের খবর এসেছে। তবে লোকসভা ভোটের আবহে বারবার বোমা উদ্ধার ঘিরে চাপানউতর শুরু হয়েছে। এলাকার লোকজনের মধ্যেও ভয় দানা বাঁধছে। পরিকল্পনা করেই ভোটের আগে বোমা মজুত হচ্ছে কি না তা পুলিশ খতিয়ে দেখুক বলেও দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

ব্লসম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিকের নতুন হাইড্রা প্রো এডভান্স সিরাম মাস্ক লঞ্চ

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ ব্লসম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিক, অ্যারোমা থেরাপির একজন লিডার, তার নতুন হাইড্রা প্রো অ্যাডভান্সড সিরাম মাস্ক লঞ্চ করলো । এই সিগনেচার অফারটি হল হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, প্রো ভিটামিন বি৫, রোজ এসেনশিয়াল অয়েল এবং অ্যালোভেরা জেল সহ শক্তিশালী উপাদানের মিশ্রণ, যা সেলুন এবং স্পা অভিজ্ঞতায় বিপ্লব ঘটানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। হাইড্রা প্রো সিরাম হল ত্বকের যত্নে একটি গেম-চেঞ্জার, যা নিশ্ছিদ্র ত্বকে দ্রুত এবং কার্যকর পথ প্রদান করে। গভীর হাইড্রেশনের উপর মনোযোগ দিয়ে, এটি ত্বককে তার সেরা দেখায়, এছাড়াও বলিরেখা কমায় এবং মুক্ত করে কণা থেকে রক্ষা করে এই উন্নত সিরামটি প্রাকৃতিক বাধা রক্ষা করে এবং সর্বোত্তম আর্দ্রতার মাত্রা বজায় রেখে জ্বালা এবং প্রদাহকে প্রশমিত করার, দাগ ম্লান করে এবং ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে। প্রাকৃতিক এবং পুষ্টিকর স্কিন কেয়ার প্রতি ব্লসম কোচার প্রতিশ্রুতির প্রমাণ হিসাবে, হাইড্রা প্রো অ্যাডভান্সড সিরাম মাস্ক কিটটি সমস্ত ধরনের ত্বকের জন্য তৈরি করা হয়েছে, এতে পাঁচটি অ্যারোমা ম্যাজিক প্রো ট্রিটমেন্টের জন্য পণ্য রয়েছে। কিটের মধ্যে রয়েছে সিরাম এক্টিভেটর লোশন, হাইড্রা প্রো সিরাম, এবং ক্যান্ডি মাস্ক। উপরন্তু, কিটটি একটি বিনামূল্যের অ্যাম্পুল কাটার (১ পিসি), বোল (১ পিসি), এবং টং (১ পিসি) সহ আসে, সমস্তই চিন্তাভাবনা করে একটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং বায়োডিগ্রেডেবল পেপার কার্টুনে প্যাকেজ করা হয়। ব্লসম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিক হাইড্রা প্রো অ্যাডভান্সড সিরাম মাস্ক-এর সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্নের পদ্ধতিকে উন্নত করুন - যেখানে প্রকৃতি উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য নতুনত্বের সাথে মিলিত হয়।

গার্ডেনরিচ কান্ডের পর নড়েচড়ে বসল বর্ধমান পৌরসভাঃ অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌরপতি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ মার্চ ঃ কলকাতার গার্ডেনরিচে অবৈধ বহুতল ভেঙ্গে পরে মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসলো বর্ধমান পৌরসভা। বর্ধমান পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভকত পাড়ায় অবৈধ নির্মাণ রুখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ নিয়ে হাজির পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার। অভিযোগ, ভকতপাড়ার যে দোতলা বাড়িটি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, সেটি আবার সরকারি জায়গার উপর তৈরী হচ্ছে। অবৈধ নির্মাণের পাশাপাশি সরকারি জায়গা দখল সব কিছুই কাউন্সিল ও পৌরসভার নাকের ডগায় হচ্ছে। এর পিছনে কাটমানির টাকার গল্প আছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। জানা গেছে, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভকত পাড়ায় কয়েক কাঠা জায়গার উপর একটি দোতলা বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে পৌরসভার কোনরকম অনুমতি না নিয়েই। সেই খবরে রবিবার ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার বলেন, অবৈধ নির্মাণকারী বিশ্বজিত ভকত ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি, তাই শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করতে বলেছি। বাড়ির মালিককে সম্পূর্ণ কাগজপত্র নিয়েই পৌরসভার দেখা করতে বলেছি, না হলে পৌরসভা আইন অনুযায়ী নির্মাণ ভেঙে দেবে। এই বিষয়ে অভিযুক্ত বিশ্বজিত ভকতের মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কার্যত স্বীকার করে নেন তারা সরকারি জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন এবং দোতলা বাড়িটি নির্মাণ করছেন। গরীব মানুষ কষ্ট করে বাড়ি তৈরী করছে দেখে স্থানীয়রাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে অভিযোগ তুলে নির্মাণ কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এই বিষয়ে

বিজেপি নেতা সুধীরঞ্জন সাউ অভিযোগ তুলে বলেন, বর্ধমান শহর অবৈধ নির্মাণে ভরে গেছে। কলকাতার গার্ডেনরিচের পর ঘুম ভেঙেছে বর্ধমান পৌরসভার, দোতলা পর্যন্ত নির্মাণ হয়ে যাওয়ার পর ঘটনাস্থলে বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার। স্থানীয় কাউন্সিলর কাটমানি পেয়েছে কিন্তু সেই টাকা চেয়ারম্যান পর্যন্ত পৌঁছায়নি বলেই এই অভিযান। যদিও পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, তার আমলে বর্ধমান পৌরসভা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যথাসম্ভব পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। এর আগে একাধিকবার পুকুর ভরাট, অবৈধ নির্মান সহ বিভিন্ন অভিযোগ পেলেই পৌরসভার সচিব, ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের গিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন এবং অনিয়ম পেলেই ব্যবস্থা নিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে জানতে স্থানীয় কাউন্সিলার হিরণ মন্ডলের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি।

'দেবের নির্দেশে কোল খালি হয়েছে মায়ের', বিস্ফোরক হিরণ

দুরন্ত বার্তা, খড়্গাপুর, ২৪ মার্চ ঃ ভোটের মুখে বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যু খড়গপুরে। খুনের অভিযোগ নিহত শান্তনু ঘোড়াইয়ের পরিবারের। মৃত কর্মীর বাড়িতে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নিশানায় পুলিশ এবং তৃণমূল। সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন তিনি। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে হুমকি দিত শাসক দলের লোকজন। দিন কয়েক আগে তাঁর ছেলে দেওয়াল লিখতে গেলে মেরে হাত-পা ভেঙে খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন মৃতের মা। আজ পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান হিরণ। সেই সময় কার্যত তাঁর পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করেন মৃতের মা। সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি বলেন, কী বলব বাবা। আমরা তো গরিব মানুষ। খেটে খাই। আমার ছেলে বিজেপি করত। সেই সময় তৃণমূলের লোকজন অনেকবার ধমকিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, বাবা যাস না এই সব দেওয়াল লিখতে। দু'দিন আগে ও দেওয়াল লিখতে গিয়েছিল। ওকে বলেছিল তুই এত মাতামাতি করছিস কেন? মেরে হাত-পা ভেঙে গায়েব করে দেব। এই সকল অভিযোগ শুনে হিরণ বলেন, এবার মানুষ আর জিততে দেবে না। রাজনীতি পরে হবে। জেতা-হারা পরে হবে। আগে এই মায়ের ন্যায় বিচার চাই। যে মায়ের কোল শূন্য করে তাঁর ছেলেকে খুন করা হল, তৃণমূল হার্মাদরা দীপক অধিকারীর নির্দেশে, তাঁর চক্রান্তে এই মায়ের কোল শূন্য হয়েছে। পিংলার তৃণমূল বিধায়ক অজিত মাইতি বলেন, হিরণ সহ বিজেপি প্রার্থীরা থানায় গিয়ে অভিযোগ করছে এটা নাকি তৃণমূলের কীর্তি। হাস্যকর ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছে যেহেতু প্রচারে লোক পাচ্ছে না, এ দিকে দেবের সভাতে হাজার-হাজার লোক হচ্ছে তাই পাড়া মাথায় করার জন্য এখন তো অস্ত্র চাই, সেই কারণে মৃতদেহকে অস্ত্র করছে। অপরদিকে, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, এই খুনের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপির ওই সব জায়গায় তুমুল গোষ্ঠীকোন্দল চলছে। সেখানে সিবিআই থেকে বাঁচতে যাঁরা বিজেপিতে গিয়েছে তাঁরা দখল করছে। দিলীপ ঘোষের লবি পিছিয়ে পড়ছে। অমুকের লবি পিছিয়ে পড়ছে।

রবিবারসরীয় প্রচারে ঝড় তুললেন খগেন মুর্মু, প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করার জন্য হাতজোড় করলেন বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ মার্চ ঃ রবিবারসরীয় প্রচারে ঝড় তুললেন বিজেপি প্রার্থী। মন্দিরে পুজো দিয়ে শুরু করলেন প্রচার। পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ এবং ভোজন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সেরে ফেললেন নিজের প্রচার। প্রচারে গিয়ে বহিরাগত প্রার্থী ইস্যু নিয়ে পুনরায় তৃণমূলকে কটাক্ষ। সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচারের অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এমনকি প্রাক্তন আইপিএস তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে তার কর্মজীবনে অনেককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন। বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থীকে কাছে পেয়ে হাত জোড় করে প্রতিবন্ধী ভাতার আবেদন জানালেন বিশেষ ভাবে সক্ষম এক ব্যক্তি। দোলের প্রাক্কালে রবিবারের প্রচারে অ্যাডভান্টেজে বিজেপির। রবিবার চাঁচল এবং হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে আসেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। প্রথমে মাখনা মন্দিরে পূজো দিয়ে শুরু করেন প্রচার। পরবর্তীতে হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে জনসংযোগ করেন। সাধারণ মানুষের কাছে কেন্দ্রের উন্নয়নের ফিরস্তি তুলে ধরেন। বিদায়ী সাংসদ কে নিজেদের অভাব অভিযোগ জানান সাধারণ মানুষ। কুইলপাড়ার বাসিন্দা দীপক সিং খগেন মুর্মুর কাছে প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করে দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। দীপক সিং অভিযোগ করেন তিনি বিশেষভাবে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ভাতা পাচেছন না। বহুবার আবেদন করেছেন এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনকে জানিয়েছেন। পরবর্তীতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জিকে কার্যত একহাত নেন। খগেনের কটাক্ষ ভাড়া করা প্লেয়ার এনেছে তৃণমূল। যিনি পুলিশ জীবনে অনেককে মিথ্যা মামলা দিয়েছেন। সাথে তার অভিযোগ তৃণমূল এবং প্রসূন ব্যানার্জি মানুষের মধ্যে সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। উনারা বলছেন ডিটেনশন ক্যাম্প আছে। কিন্তু বাংলা বা ভারতের কোথাও এই ধরনের ক্যাম্প নেই। যদিও পাল্টা তৃণমূলের দাবি তাদের প্রার্থী মানুষের কাছে সঠিক কথা তুলে ধরছে। তাই বিজেপি ভয় পাচ্ছে। বিশেষভাবে সক্ষম দীপক সিং বলেন, পঞ্চায়েত প্রশাসন সকলের কাছে গেছি যাতে আমার প্রতিবন্ধী ভাতা চালু হয়। কিন্তু হয়নি। আজ খগেনবাবুকে বললাম। উনি আশ্বাস দিয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু জানান, তৃণমূলের তো বহিরাগত প্রার্থী। প্রচারে মিথ্যাচার করছে। মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। তৃণমূল মানুষকে ভুল বুঝালেও মানুষ এখন সচেতন। পাল্টা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির দাবি, খগেন মুর্মু পাঁচ বছর এলাকার জন্য কোন কাজ করেননি। আমাদের প্রার্থী মানুষের কাছে সঠিক কথা তুলে ধরছে। মানুষ আর ভুল করবে না। এটা বুঝতে পেরে বিজেপি ভয় পাচ্ছে।

সর্বমঙ্গলা কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার করলেন বিপ্লব মিত্র

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ মার্চ ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া সর্বমঙ্গলা হাটখোলা কালীমন্দিরে পূজো দিয়ে

রবিবাসরীয় নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা করলেন বালুরঘাট ৬ নং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী তথা রাজ্য তৃণমূলের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্র। রবিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া সর্বমঙ্গলা হাটখোলা কালীমন্দিরে পূজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা করলেন। উপস্থিত ছিলেন, কুমারগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান তোরাব হোসেন মন্ডল, গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শংকর সরকার সহ তৃণমূলের অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন প্রার্থী তথা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে ঐ এলাকার তৃণমূলের কর্মী সমর্থক সহ বিশিষ্টজনেরা ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি প্রার্থী তথা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে বাসুরিয়া এলাকার বাসিন্দাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ৬ নং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তথা জেলার তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা বিপ্লব মিত্র। আর তার সমর্থনে ইতিমধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে দেওয়াল লিখন ও নির্বাচনী প্রচার পর্ব শুরু করছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। মূলত, প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে রবিবার গঙ্গারামপুরের বাসুরিয়া সর্বমঙ্গলাতে কালী মন্দিরে পূজো দিয়ে রবিবাসরীয় নির্বাচনী প্রচার পর্ব ও জনসংযোগ যাত্রা করলেন প্রার্থী বিপ্লব মিত্র।

জগন্নাথ সরকারের গাড়ি আটকানোর অভিযোগ, মুকুটমণি বললেন, 'তৃণমূলের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই নাকি'

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ মার্চ ঃ ভোটের বাংলায় অশান্তির অভিযোগ উঠছে নিয়মিত। এবার চাকদহে বিজেপির প্রার্থীর গাড়ি আটকানোর অভিযোগ উঠল। রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের গাড়ি আটকানো হয় বলে অভিযোগ। জগন্নাথের অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন এ কাজ করেছে। যদিও তা মানতে নারাজ শাসকশিবির। এ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর দাবি, বিজেপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। রবিবার চাকদহ বিধানসভার অন্তর্গত এক নম্বর চাদুরিয়া মালাপাড়া মোড়ে আজ আমন্ত্রিত একটি নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে গিয়ে ছিলেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার। সেখানে যাওয়ার পর তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী তার গাড়ি ও আটকায় এবং কার্যকর্তার ওপর আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ জগন্নাথ সরকারের। জগন্নাথ সরকার বলেন, এরকম জঘন্য কাজ অতীতেও এরা করেছে। পুলিশ এসব দাগী অপরাধীদের বাইরে রেখে দিয়েছে। এরা বাইরে থাকলে সুষ্ঠ নির্বাচন করা অসম্ভব। অন্যদিকে চাকদহের বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ বলেন, জগন্নাথ সরকার এখান দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন কয়েকজন তৃণমূলের দুস্কৃতী মদ্যপ অবস্থায় আক্রমণ করে। লোকসভা ভোটের আগেই এই পরিস্থিতি তৈরি হলে, ভোটের সময় কী হবে তা বোঝাই যাচ্ছে। যদিও রানাঘাটের তৃণমূল প্রার্থী সদ্য বিজেপি ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ দেওয়া মুকুটমণি অধিকারী বলেন, ভোটের আগে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়েছেন। তাও ঠিক আছে। কিন্তু ধর্মীয় স্থানেও যে নেতাকে দেখে মানুষ বিরোধিতা করেন বুঝতে হবে তাঁর জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকেছে। আর তৃণমূলের খেয়েদেয়ে অনেক কাজ আছে ওনার গাড়িতে হামলা করা ছাড়া। মিথ্যা অভিযোগ উনি মানুষের সম্পর্কে করেন। তবে ভোটের আগে এসব মানুষ গ্রহণ করবে না। উনি ভোটে জেতার জন্য এসব করার চেষ্টা করছেন।

অতিমারির সময় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সমগ্র বিশ্ব মেনে নিয়েছেঃ নির্মলা সীতারমন

বেঙ্গালুরু, ২৪ মার্চ ঃ অতিমারির সময় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সমগ্র বিশ্ব মেনে নিয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতি কিভাবে দ্রুত এগিয়েছে, তাও সমগ্র বিশ্ব দেখেছে। বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। তিনি আরও বলেছেন, উপযুক্ত ও সময়োপযোগী নীতি প্রণয়ন এবং আর্থিক সংস্কার কোভিড সমস্যা থেকে ভারতকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। রবিবার বেঙ্গালুরুতে থিঙ্কারস ফোরামের এক আলোচনা সভায় এই বক্তব্য রাখেন নির্মলা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, ২০২০ থেকে ২২ সালের মধ্যে কোভিড এবং পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে তৈরি হয়েছে আর্থিক সমস্যা। খাদ্যশস্য, জ্বালানি এবং সারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ কমেছে। এই সময়ে বহু দেশে অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপিয়ে সমস্যার সমাধানের যে চেষ্টা হয়েছিল, তাতে মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছে যায় দুই অঙ্কে, বাজারে চাহিদা হ্রাস পায়, সুদ বৃদ্ধি পায় এবং সব মিলিয়ে অর্থনীতি মন্দার দিকে এগিয়ে চলে। তিনি আরও বলেন, কিন্তু ভারতে দরিদ্র মানুষের কাছে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অতি ক্ষুদ্র শিল্পের পাশে সরকার দাঁড়িয়েছে, মহিলা ও প্রবীণদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে, জনগণকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, আর্থিক সংস্কারগুলির সম্মত পদ্ধতিকে আরও স্বচ্ছ করেছে এবং সহজে ব্যবসার পথও সুগম হয়েছে। উদ্যোগপতিদের দক্ষতা, দেশের কৃষক এবং যুব সমাজের হাত ধরে ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কোভিড সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার ভারতের এই ফর্মুলা এখন সমগ্র বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান।

এটিএম কার্ড প্রতারণাচক্র, ধরল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ মার্চ ঃ কার্ড বদলে নিয়ে খালি করে দেওয়া হতো শয়ে শয়ে মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট । এরকমই এক প্রতারণাচক্রকে ধরে ফেলল শ্রীরামপুর থানা ও চন্দননগর পুলিসের গোয়েন্দারা। কার্ড বদল করে জেলায় জেলায় চলত প্রতারণচক্র। মোট ২০০ এটিএম কার্ড-সহ মোট ৫ জন পড়ে গেল পুলিসের জালে। পুলিস সূত্রে খবর, গত ৪ মার্চ শ্রীরামপুরের মাহেশে একটি এটিএম-এ মঞ্জু মন্ডল নামে এক প্রৌঢ় টাকা তুলতে গেলে তাকে সাহায্য করার নাম করে তার এটিএম কার্ডটি বদল করে নেয় প্রতারক এক যুবক। এরপর কোন্নগরের একটি এটিএম থেকে ৪০ হাজার টাকা তুলে নেয়। ব্যাঙ্কের পাস বই আপডেট করতে গিয়ে টাকা খোয়া যাওয়ার বিষয়টি দেখতে পান প্রৌঢ়া। এরপর দেখেন তার কার্ড বদল করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ জানান প্রৌঢ়া। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ও চন্দননগর পুলিশের ডিডি টিম ঘটনার তদন্তে নামে। সিসিটিভি দেখে একটি চার চাকা গাড়িকে চিহ্নিত করে পুলিস। খোঁজ শুরু হয় সেই গাড়ির। এদিন শ্রীরামপুর নগার মোড়ে নাকা চেকিং করার সময় সেটিকে আটক করে পুলিস। তল্লাসি চালিয়ে ২০০টি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড উদ্ধার হয় সেই গাড়ি থেকে। রাজু বর্মন,শুভম মাল, সঞ্জিব মাইতি, সুবীর সেখ ও সনৎ নস্কর নামে ৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতদের বাড়ি বারুইপুর ও রায়দিঘী এলাকায়। ডিসিপি শ্রীরামপুর অর্ণব বিশ্বাস বলেন, ধৃতদের আজ শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হলে দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এই প্রতারণা চক্রের টার্গেট বয়স্ক মানুষ, মূলত যারা এটিএম ভালো করে ব্যবহার করতে পারেন না তারা। এটিএম কিয়স্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতারকরা। এমন বয়স্ক মানুষ দেখলেই সাহায্যের অছিলায় এটিএম কার্ড বদল করে নেয়। এর আগে এই দলটিতে রায়দিঘী থানা গ্রেফতার করেছিল। গত দু বছরে আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রতারণা করছে তারা। আগে ট্রেনে বাসে করে ঘুরে ঘুরে হাওড়া হুগলি দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনায়। প্রতারণা করলেও ইদানিং একটি চার চাকার গাড়ি ভাড়া করে তারা। সেই গাড়িটি পাঁচশ টাকা দৈনিক ভাড়ায় একজন নিয়ে আসে। তাকেও সঙ্গে নেয় চক্রটি। সেই গাড়িই ধরিয়ে দিল অপরাধীদের।

তৃণমূল মানেই বিজেপি প্রার্থী, মত বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী ভিক্টরের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর , ২৪ মার্চ ঃ রায়গঞ্জে হাসপাতাল পরিষেবা উন্নত করতে চান বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। রবিবার নির্বাচনী প্রচারে নেমে তিনি একথা জানান। পাশাপাশি তাঁর গলায় শোনা গেল রায়গঞ্জে এমস না হতে দেওয়ার আক্ষেপও। প্রার্থীপদ ঘোষনা হওয়ার পর প্রথমবারের জন্য রবিবাসরীয় প্রচারকেই বেছে নিলেন বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রমজ। আর প্রচারে নেমেই তৃণমূল বিজেপির অশুভ আঁতাতের দিকে ইঙ্গিত করলেন ভিক্টর। রবিবার সকালে রায়গঞ্জের কসবা মোড় থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় চার শতাধিক গাড়ি নিয়ে নির্বাচনী র‍্যালি করেন তিনি। শিলিগুড়ি মোড়ে মিছিল শেষ করে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, রায়গঞ্জে তৃণমূলের প্রার্থী মানেই বিজেপির প্রার্থী। তাই তাদের মূল লড়াই বিজেপির সাথেই। তৃণমূলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। এদিন এই নির্বাচনী প্রচার ঘিরে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা বাড়াল ভারত সরকার

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ ঃ দেশের স্বার্থে পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা ফের বাড়াল ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার পেঁয়াজ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে এবং দামের ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে রফতানি নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য নির্দেশনালয় ডি জি এফ টি রবিবার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মেয়াদ বৃদ্ধির কথা জানান।

সুনীল ছেত্রীকে সংবর্ধিত করবে ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চঃ ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। সব ঠিক থাকলে আগামী ২৬ মার্চ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে

১৫০তম ম্যাচ খেলতে নামবেন সুনীল। সে দিনই গুয়াহাটির মাঠে তাঁকে সংবর্ধিত করবে ফেডারেশন। ২০২৬ বিশ্বকাপ এবং ২০২৭ সালে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলছে ভারতীয় দল। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ গোল শূন্য অবস্থায় শেষ হওয়ায় আগামী মঙ্গলবারের ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইগর স্তিমাচের দলের কাছে। অ্যাসলে ওয়েস্টউডের দলকে গুয়াহাটিতে হারাতে না পারলে চাপে পড়ে যাবে ভারতীয় দল। সেই ম্যাচের আগেই সুনীলকে ১৫০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শের জন্য সংবর্ধনা জানাতে চায় ফেডারেশন।

রঞ্জি ক্রিকেটারদের আয় এক লাফে দ্বিগুণ করল বিসিসিআই

মুম্বই, ২৪ মার্চঃ ঘরোয়া ক্রিকেটারদের আয় এক ধাক্কায় দ্বিগুণ হতে চলেছে আগামী মরসুম থেকে। সারা দেশে অবশ্য নতুন ম্যাচ ফি প্রযোজ্য হবে না। শুধু মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলা ক্রিকেটারেরাই এই সুবিধা পাবেন। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) সিদ্ধান্তে লাভবান হবেন অজিঙ্ক রাহানে, শ্রেয়স আইয়ারেরা। কিছু দিন আগেই রাহানের নেতৃত্বে রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই। এই নিয়ে ৪২ বার রঞ্জি জিতল মুম্বই। লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রতি ক্রিকেটারদের আকৃষ্ট করতে ম্যাচ ফি বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এমসিএ কর্তারা। ২০২৪-২৫ মরসুম থেকে মুম্বইয়ের রঞ্জি ক্রিকেটারেরা অতিরিক্ত ম্যাচ ফি পাবেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সমপরিমাণ ম্যাচ ফি এমসিএ ক্রিকেটারদের অতিরিক্ত হিসাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংস্থার সভাপতি অমল কালে বলেছেন, ''আগামী মরসুম থেকে এমসিএ রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ প্রতি সব ক্রিকেটারকে অতিরিক্ত ম্যাচ ফি দেবে। আমরা মনে করি, ক্রিকেটারদের আয় আরও বেশি হওয়া উচিত। বিশেষ করে যারা রঞ্জি ট্রফি খেলে, তাদের আয় বৃদ্ধি প্রয়োজন। আমাদের কাছে লাল বলের ক্রিকেট সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মুম্বইয়ের সকলের কাছেই রঞ্জি ট্রফির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।'' এ বছর রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য বিসিসিআইয়ের সমপরিমাণ আর্থিক পুরস্কারও (৫ কোটি টাকা) রাহানের দলকে দিয়েছে এমসিএ। সংস্থার সচিব অজিঙ্ক নায়েক বলেছেন, ''বিসিসিআইয়ের ম্যাচ ফির সমপরিমাণ টাকা অতিরিক্ত হিসাবে আমরা ক্রিকেটারদের দেব। এতে তরুণ ক্রিকেটারেরা রঞ্জি ট্রফি খেলার আরও উৎসাহ পাবে। তাতে ওদের ক্রিকেটীয় দক্ষতাই বৃদ্ধি পাবে।'' এখন রঞ্জি ট্রফিতে তিন রকম ম্যাচ রয়েছে বিসিসিআইয়ের। ২০টি পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারেরা পান

দৈনিক ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত। ২১ থেকে ৫০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারেরা দৈনিক পান ৫০ হাজার টাকা। ৫০টির বেশি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারেরা পান দৈনিক ৬০ হাজার টাকা ম্যাচ ফি। অর্থাৎ চার দিনের ম্যাচ খেলে রাহানের মতো অভিজ্ঞ মুম্বইয়ের ক্রিকেটারেরা আগামী মরসুম থেকে ২ লাখ ৪০ টাকার জায়গায় ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা পাবেন। ভূপেন লালওয়ানির মতো দীর্ঘ দিন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা ক্রিকেটারেরা উপকৃত হবেন। বিশেষ করে যাঁরা বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নেই বা ভারতীয় দলে যাঁদের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। গত রঞ্জি ট্রফিতে ওপেনার লালওয়ানি ১০ ম্যাচ থেকে ৫৮৮ রান করেছেন। তিনিই মুম্বইয়ের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। তিনি গত মরসুমে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ ফি হিসাবে পেয়েছেন মোট ১৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। আগামী বছর সম সংখ্যক ম্যাচে এমসিএর অতিরিক্ত টাকা-সহ তিনি পাবেন ৩৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

রাহুল-পুরানের হাফসেঞ্চুরি

স্লগ ওভারে ম্যাচের রং বদল অশ্বিনের

জয়পুর, ২৪ মার্চঃ ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে হারিয়ে দিল রাজস্থান রয়্যালস। জয়পুরে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে ২০ রানে জিতল রাজস্থান। সঞ্জু স্যামসনের অর্ধশতরানে ভর করে আগে ব্যাট করে ১৯৩৪ তোলে রাজস্থান। জবাবে কেএল রাহুল এবং নিকোলাস পুরান অর্ধশতরান করলেও লখনউয়ের ইনিংস থেমে যায় ১৭৩/৬ স্কোরে। রাজস্থানের বিরুদ্ধে ১৯৪ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা খুবই খারাপ হয়েছিল লখনউয়ের। প্রথম ওভারেই ফিরে যান কুইন্টন ডি'কক (৪)। দেবদত্ত পাড়িক্কল (০) এবং আয়ুষ বাদোনিও (১) ব্যর্থ। ১১ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় লখনউ। দলকে ধসের হাত থেকে বাঁচান অধিনায়ক কেএল রাহুল এবং দীপক হুডা। রাহুল ধরে খেললেও হুডা চালিয়ে খেলতে থাকেন। দু'টি চার এবং দু'টি ছয় মেরে ১৩ বলে ২৬ করে ফেরেন হুডা। এর পর সহ-অধিনায়ক নিকোলাস পুরানের সঙ্গে হাল ধরেন রাহুল। পুরান মেরে

খেললেও রাহুল অনেক ক্ষণ ধরে খেলেন। কিন্তু আস্কিং রেট বাড়তে থাকায় চালিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন লখনউ অধিনায়ক। ৪৪ বলে ৫৮ রান করে ফিরে যান তিনি। তার আগে পঞ্চম উইকেটে দু'জনে ৮৫ রান যোগ করেন। রাহুল ফেরার পরেই আউট হন মার্কাস স্টোইনিসও (৩)। তখনও পুরানের উপর ভরসা ছিল লখনউয়ের। কিন্তু শেষ দিকে প্রত্যাশামতো খেলতেই পারলেন না তিনি। টসে জিতে আগে ব্যাট করে রাজস্থান। গত বার যশস্বী এবং জস বাটলারের ওপেনিং জুটি নজর কেড়েছিল। এ বারও তাঁরা শুরুটা ভালই করেছিলেন। কিন্তু নবীন উল-হককে তুলে মারতে গিয়ে আউট হন বাটলার। সঞ্জুর সঙ্গে ভালই এগোচ্ছিলেন যশস্বী। পঞ্চম ওভারে মহসিন খানকে স্কুপ করে একটি ছয় মারেন। পরের বলে আবার চালাতে গিয়ে মিড উইকেটে ক্রুণাল পাণ্ড্যের হাতে ক্যাচ দেন তিনি। চতুর্থ উইকেটে সঞ্জুর সঙ্গে পরাগের জুটি রাজস্থানকে ভরসা দেয়। লখনউয়ের বোলারদের পিটিয়ে দু'জনে যোগ করেন ৯৩ রান। একটি চার এবং তিনটি ছয়ের সাহায্যে ২৯ বলে ৪৩ করেন পরাগ। তবে শেষ পর্যন্ত খেলেন স্যামসন। তাঁর ৮২ রানের ইনিংসে রয়েছে তিনটি চার এবং ছ'টি ছয়। ভারতীয় টেস্ট দলের নতুন ক্রিকেটার ধ্রুব জুরেল অপরাজিত থাকেন ১২ বলে ২০ রানে। লখনউয়ের ক্রুণাল এর মধ্যেও ভাল বল করেন। চার ওভারে দেন মাত্র ১৯ রান।

ক্রুসের প্রত্যাবর্তনের রাতে জার্মান ইতিহাসের দ্রুততম গোল, ফ্রান্সের হার

ফ্রান্স ০ - ২ জার্মানি

লিওঁ, ২৪ মার্চঃ লিওঁর গ্রুপামা স্টেডিয়ামের ৬০ হাজার ছুঁই ছুঁই দর্শক নড়েচড়ে বসা দূরে থাক, কোনও কিছু বুঝে ওঠার সুযোগটুকুও পাননি। তার আগেই গোল। কিক অফ হতে না হতেই

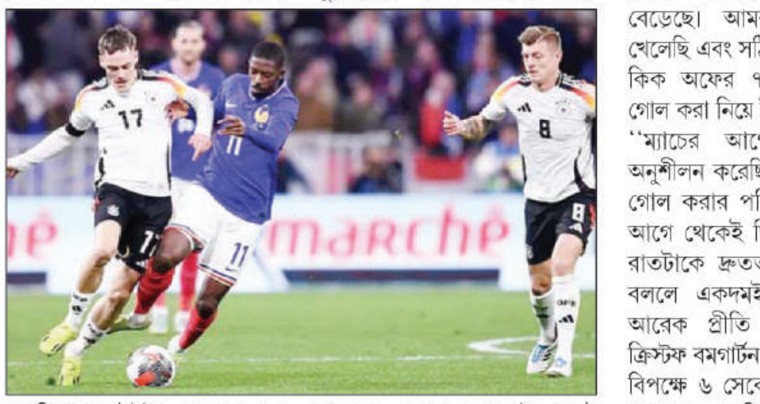

ফ্লোরিয়ান ভাইর্টস ২৫ গজ দূর থেকে ফ্রান্সের জাল কাঁপিয়ে যখন ফরাসিদের হতভম্ব করে দিলেন, ম্যাচের বয়স তখন ৭ সেকেন্ড! জার্মানির ফুটবল ইতিহাসে এখন এটাই দ্রুততম গোলের রেকর্ড। ভাইর্টসের আগে জার্মানির দ্রুততম গোলের রেকর্ডটা ছিল লুকাস পোডলস্কির। ২০১৩ সালে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচের ৯ সেকেন্ডে গোল করেছিলেন পোডলস্কি। বায়ার লেভারকুসেনের হয়ে বুন্দেসলিগার শিরোপা জিততে চলা ভাইর্টসকে আজ বলের জোগান দিয়েছেন কে? টনি ক্রুস-৩ বছর পর অবসর ভেঙে যিনি জার্মান জাতীয় দলে ফিরেছেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কাই হাভার্টজ দলের দ্বিতীয় গোলটি করে ক্রুসের প্রত্যাবর্তনের রাতটা রাঙিয়ে তুলেছেন। ২-০ গোলের জয়ে ফ্রান্সকে আজ তাদেরই মাঠে নিজেদের শক্তিও দেখিয়ে দিয়েছে জার্মানি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচেও ফ্রান্সকে হারিয়েছিল জার্মানি। ওই ম্যাচের ফল ছিল ২-১। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর থেকে এখন পর্যন্ত ১১টি ম্যাচ খেলল ফ্রান্স। এর মধ্যে হেরেছে মাত্র দুটিতে। দুটিই জার্মানদের বিপক্ষে। আগামী জুন-জুলাইয়ে উয়েফা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করবে জার্মানি। ঘরের মাঠে ইউরোপীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের আসরে খেলতে নামার আগে ফ্রান্সের বিপক্ষে টানা দুই জয় স্বাভাবিকভাবেই দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। ম্যাচ শেষে জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান সে কথাই বলেছেন, ''এই ম্যাচ থেকে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। আমরা আজ দারুণ খেলেছি এবং সঠিক পথেই আছি।'' কিক অফের ৭ সেকেন্ড পরেই গোল করা নিয়ে টনি ক্রুস বলেছেন, ''ম্যাচের আগে আমরা এটা অনুশীলন করেছি। আসলে এভাবে গোল করার পরিকল্পনা আমাদের আগে থেকেই ছিল।'' আজকের রাতটাকে দ্রুততম গোলের রাত বললে একদমই ভুল হবে না। আরেক প্রীতি ম্যাচে অস্ট্রিয়ার ক্রিস্টফ বমগার্টনার যে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ৬ সেকেন্ডেই গোল করে বসেছেন, যেটি ফুটবল বিষয়টি ওয়েবসাইট গোল ডট কম আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাসের দ্রুততম গোল দাবি করেছে। জার্মানির ভাইর্টজের গোলে ক্রুসের সহায়তা থাকলেও অস্ট্রিয়ার বমগার্টনার কিক অফের পর মাঝমাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে একক প্রচেষ্টায় গোল করেছেন। তবে দুই ম্যাচের ফলটা মিলে গেছে। জার্মানির মতো অস্ট্রিয়াও জিতেছে ২-০ ব্যবধানে। বমগার্টনারের বিশ্বরেকর্ড গড়া গোলের পর আরেক গোল করেছেন আন্দ্রয়াস ভাইমান।

মেসিকে ছাড়া 'অচল' ইন্টার মায়ামি

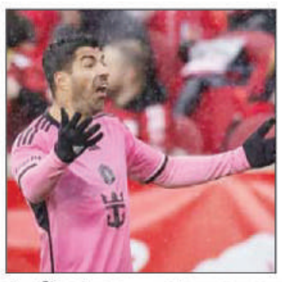

ফ্লোরিডা, ২৪ মার্চঃ চোটের কারণে লিওনেল মেসি ছিটকে গিয়েছিলেন আগেই। দলের সেরা খেলোয়াড়কে ছাড়াই মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে নিউইয়র্ক রেড বুলসের মাঠে আতিথ্য নিয়েছিল ইন্টার মায়ামি। তবে মেসিবিহীন মায়ামি নিউইয়র্ক রেড বুলসের কাছে পাত্তা পায়নি। লুইস মরগানের হ্যাটট্রিকে মায়ামির হার ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে। রেড বুল অ্যারেনায় নিউইয়র্কের এগিয়ে যেতে লাগে মাত্র ৩ মিনিট। এরপর চেষ্টা করেও প্রথমার্ধে সমতা ফেরাতে পারেনি মায়ামি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ৫১ মিনিটেই গোল করে ব্যবধান ২-০ করেন লুইস মরগান। ৬৬ মিনিটে ইন্টার মায়ামির জালে তৃতীয়বারের মতো বল জড়ান উইকেলমান কারমোনা। ৪ মিনিট পর দলের চতুর্থ এবং নিজের তৃতীয় গোলটি করেন মরগান। ম্যাচ শেষে দলের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কোচ জেরার্দো মার্তিনো, ''এই ম্যাচে রেড বুলের জয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমাদের ছিল না। যখন একটি দল জয়ের ইচ্ছা ছাড়া এবং কোনো অনুপ্রেরণা ছাড়া খেলতে নামে, আর অন্য দলটি জয়ের জন্য নামে, তখন তারা জিতে যায়।'' মেসি না থাকার কারণে এত বড় হার কি না, জানতে চাইলে মার্তিনো বলেন, ''বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের না থাকাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে লিও (মেসি) খেলেনি (সে ম্যাচে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছিল মায়ামি)।'' বড় হারের পর এখন এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় দুই নম্বরে মায়ামি। ৬ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ১০, আর শীর্ষে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১১। ম্যাচ হারের সঙ্গে এদিন আরও একটি কারণে সমালোচিত হয়েছে ইন্টার মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দেরি করে মাঠে নামে তারা। সে সময় মায়ামির খেলোয়াড়দের জন্য রেড বুলকে মাঠে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। মায়ামির এমন আচরণ হিসেবে হতাশা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মার্কিন ফুটবলার টেলর টুয়েলম্যান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'ইন্টার মায়ামি যা করল, তা পুরোপুরি হাস্যকর।' এমএলএসে ইন্টার মায়ামি নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে ৩১ মার্চ নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে। ঘরের মাঠে সে ম্যাচেও মেসি পাবে না দলটি। ৩ এপ্রিল কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে মন্টেরির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ফেরার কথা আর্জেন্টাইন অধিনায়কের।

'এরপর কি দোষারোপ করবে?,' রাসেলের পারফরম্যান্সে গম্ভীরের কৃতিত্ব কোথায়!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ম্যাচেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। যদিও শুরুটা ভালো বলা যায় কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। ম্যাচ দুলেছে পেন্ডুলামের মতো। শেষ ওভার কিংবা বলা ভালো শেষ বলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে কেকেআর। শেষ ওভারে তরুণ পেসার হর্ষিত রানা। যদিও জয়ের কৃতিত্ব প্রাপ্য অনেকেরই। শুরুতে ফিল সল্টের ইনিংস, এরপর রাসেল ঝড়। রিঙ্কু এবং রমনদীপের সঙ্গে রাসেলের জুটি। বল হাতে রাসেলের পারফরম্যান্স। এমন অনেক বিষয়ই রয়েছে। ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের এ মরসুমে প্রথম ম্যাচেই সেরার পুরস্কার জিতেছেন আন্দ্রে রাসেল। ব্যাট হাতে মাত্র ২৫ বলে ৬৫ রান। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রিঙ্কুর সঙ্গে ৮১ রানের পার্টনারশিপ। বল হাতে ২ উইকেট। অলরাউন্ডার রাসেলের থেকে যা প্রত্যাশা করা হয়েছিল, কেকেআর পুরোটাই পেয়েছে। ৬৫ রানের ইনিংসে ৩টি মাত্র বাউন্ডারি, ৭টি ছয়। স্ট্রাইকরেট ২৫৬। অনেকেই এর জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স মেন্টর গৌতম

গম্ভীরকে। কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরের এতেই আপত্তি। রাসেল যা পারফরম্যান্স করেছেন, কৃতিত্ব ওরই প্রাপ্য। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে গাভাসকর বলেন, ''আমাদের একটা বিষয় পরিষ্কার হতে হবে। রাসেল দুর্দান্ত ব্যাটিং হয়েছে। আর এর সঙ্গে কারও আসার (কেকেআরে) কোনও সংযোগ নেই। রাসেল যদি পরের ম্যাচে ভালো পারফর্ম করতে না পারে, তা হলে কি গৌতম গম্ভীরকে দোষারোপ করা হবে? এই বিষয়টা সহজ ভাবেই নেওয়া প্রয়োজন।'' গত দু-মরসুমে স্লগ ওভারে রাসেলকে বোলাররা বিব্রত করেছেন ওয়াইড ইয়র্কারে। প্রথম ম্যাচে যা দেখে যায়নি। রাসেল যে এর জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছেন, বোঝাই যায়। তবে প্রতি ম্যাচে রাসেল-মাসল দেখা যাবে, এমন প্রত্যাশা না রাখাই ভালো।

বিস্ময়-বালক এনড্রিকের গোল, জয়ে শুরু দরিভালের ব্রাজিল অধ্যায়

ইংল্যান্ড ০ - ১ ব্রাজিল

লন্ডন, ২৪ মার্চঃ লন্ডনের ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে খেলতে নামা অনেক ফুটবলারের কাছে স্বপ্ন পূরণের মতো ব্যাপার। সেই স্বপ্ন পূরণের রাতে কেউ যদি দেশের হয়ে নিজের প্রথম গোলটা পেয়ে যান, তাঁকে কী বলবেন? বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ! এনড্রিককে জিজ্ঞেস করে দেখুন না, হয়তো তা-ই বলবেন। 'বিস্ময়-বালক' পরিচিতি পাওয়া এই ফরোয়ার্ড আজ নিয়ে তৃতীয়বার ব্রাজিলের জার্সিতে খেলতে নেমেছেন, ওয়েম্বলিতে প্রথমবার। ম্যাচের ৭১ মিনিটে বদলি নামার ৯ মিনিট পরেই পেয়ে গেলেন প্রথম গোল। তাঁর গোলেই ইংল্যান্ডকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিল ব্রাজিল। তাতে দলটির নতুন কোচ দরিভাল জুনিয়রের শুরুটাও হলো রঙিন। এনড্রিককে কেন ভবিষ্যতের বড় তারকা মনে করা হচ্ছে, রিয়াল মাদ্রিদ কেন তাঁকে ২০২২ সালেই কিনে রেখেছে-ব্রাজিলকে জিতিয়ে যেন নিজের জাত আরেকবার চিনিয়ে রাখলেন। ১৭ বছর ৮ মাস ২ দিন বয়সী এনড্রিকই এখন একবিংশ শতাব্দীতে ব্রাজিলের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা, সব মিলিয়ে চতুর্থ সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর ওপরে আছেন 'ফুটবলের রাজা' পেলে, এদু এবং রোনাল্ডো 'দ্য ফেনোমেনন'। তবে একটা জায়গায় এনড্রিক আজ সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ওয়েম্বলিতে সবচেয়ে কম বয়সে গোল করা খেলোয়াড় এখন তিনিই। তাঁর এই গোলটা ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডকে ২০ ম্যাচ পর হারের তেতো স্বাদ দিয়েছে। ২০০৯ সালের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এটাই ব্রাজিলের প্রথম জয়। প্রায় ১৫ বছর আগের জয়টাও এসেছিল ১-০ ব্যবধানে, আজকের মতো সেটাও ছিল আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ। কাতারের আল রাইয়ানে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে গোল করেছিলেন নিলমার। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে প্রায় ১৩ মাস অন্তবর্তীকালীন কোচ দিয়ে কাজ চালিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। এ সময়ে কোচের দায়িত্ব পালন করা রামন মেনেজেস ও ফার্নান্দো দিনিজের কেউই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। দিনিজের

অধীনে সর্বশেষ ৩ ম্যাচেই হেরে যায় ব্রাজিল। ৩টি ম্যাচই আবার ছিল ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের। ওই ৩ হারে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের (কনমেবল) বাছাইয়ের পয়েন্ট তালিকার ছয়ে নেমে যায় রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। অবশেষে গত জানুয়ারিতে দরিভালকে স্থায়ী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় সিবিএফ। দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় আ।ই মাস পর তাঁর অধীনে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই সুখস্মৃতি নিয়ে মাঠ ছাড়ল ব্রাজিল। অথচ এ ম্যাচে ইংল্যান্ডকেই ফেবারিট ভাবা হচ্ছিল। ইংলিশরা ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্রাজিলিয়ানদের চেয়ে ২ ধাপ এগিয়ে, সর্বশেষ ১০ ম্যাচে ছিল অপরাজিত, খেলাটাও তাদের ঘরের মাঠে। এর সঙ্গে বাড়তি সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রাজিলের মূল দলের অন্তত ৬ খেলোয়াড়ের চোট। প্রাণভোমরা নেইমার ও প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক আলিসন বেকার অনেক দিন হলো মাঠের বাইরে। তাঁদের বাদ দিয়েই দরিভাল যে দলটা দিয়েছিলেন, সেখান থেকে একে-একে ছিটকে যান আরও চারজন-দ্বিতীয় পছন্দের গোলকিপার এদেরসন, ডিফেন্ডার মার্কিনিওস, ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি ও সর্বশেষ তারকা মিডফিল্ডার কাসেমিরো। তবে অপেক্ষাকৃত তরুণ দলটাই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। ইংল্যান্ডও অবশ্য এ ম্যাচে চোটের কারণে নিয়মিত অধিনায়ক হ্যারি কেইন, ফরোয়ার্ড বুকায়ো সাকাকে পায়নি। দলকে নেতৃত্ব দিতে নামা কাইল ওয়াকারও ম্যাচের ২০ মিনিটে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন। তাঁর বদলি নামতেই ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেক হয় এজরি কোনসার। নিউক্যাসলের ফরোয়ার্ড অ্যান্থনি গর্ডনেরও আজ অভিষেক হয়েছে। ব্রাজিলের জার্সিতে প্রথমবার খেলতে নেমেছেন সাত-সাতজন-গোলকিপার বেন্তো, দুই মিডফিল্ডার জোয়াও গোমেজ ও পাবলো মাইয়া, দুই সেন্টার ব্যাক ফাব্রিসিও ব্রুনো ও লুকাস বেলার্দো, লেফ্ট ব্যাক ওয়েনদেল আর ফরোয়ার্ড সাভিও। ব্রাজিল অবশ্য আরও আগেই জয়সূচক গোল পেতে পারত কিংবা জিততে পারত আরও বড় ব্যবধানে। ভিনিসিয়ুস, রদ্রিগো, রাফিনিয়াদের নিয়ে গড়া আক্রমণভাগ ম্যাচের শুরু থেকেই ইংলিশ রক্ষণভাগের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে। ইংল্যান্ড শুধু বল দখলেই যা একটু এগিয়ে ছিল। ব্রাজিলের ৪৭ শতাংশের বিপরীতে তাদের ৫৩ শতাংশ। তবে লক্ষ্যে শট নেওয়া, গোলের বড় সুযোগ সৃষ্টি করায় ব্রাজিলিয়ানরাই দাপট দেখিয়েছে। কিন্তু ভিনি-রদ্রিগোরা একাধিকবার ইংলিশ গোলকিপার জর্ডান পিকফোর্ডকে একা পেয়েও 'ফিনিশিং টাচ' দিতে পারেননি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য ভাগ্যেরও দায় আছে। নয় তো কি আর লুকাস পাকেতার শটটা পোস্টে লেগে ফেরে! ইংল্যান্ডের ফিল ফোডেন, জুড বেলিংহামরাও বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেন। সেগুলোও সাফল্যের মুখ দেখেনি। বেন চিলওয়েল তো একাধিকবার ফাঁকায় বল পেয়েও উড়িয়ে মেরেছেন। ম্যাচজুড়ে এতগুলো সুযোগ হাতছাড়ার মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটা আসে ৮০ মিনিটে। আন্দ্রেয়াস পেরেরার থ্রু বল ধরে ছুটতে থাকেন ভিনিসিয়ুস। জন স্টোনসকে ফাঁকি দেওয়ার পর তাঁর সামনে পড়েন গোলকিপার পিকফোর্ড। কাছকাছি দূরত্ব থেকেই শট নেন ভিনি। তবে পিকফোর্ড তা রুখে দিলে বল চলে যায় পাশে থাকা এনড্রিকের কাছে। মরসুম শেষে পালমেইরাস ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে যাওয়া এ তরুণ ইংল্যান্ডের জাল কাঁপাতে ভুল করেননি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com